Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

আত্ম উপলব্ধিতেই ঈশ্বর উপলব্ধি এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার "হায়, তুমি কোথায়!" গ্রন্থটির মধ্যে একটি ধর্মমূলক কাহিনী বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শেষ জীবনের রহস্য উদঘাটন করিবার প্রয়াসী হইয়া "কাঁহা গেলে তোমা পাই" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অবশ্য তেমন কোনও ঐতিহাসিক কিংবা জীবনীমূলক বিষয় লইয়া নহে। তথাপি লেখকের রচনার গুণে একটি ধর্মমূলক কাহিনীতে জীবন্ত ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। তুমি কোথায়? ইহা চিরন্তন প্রশ্ন। মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষ পর্য্যন্ত কেহ ক্ষ্যাপার মত কেবল খুঁজিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিয়াছে—শেষ পর্য্যন্ত তাহার সমাধান খুজিয়া পাইয়াছে, তাঁহারা নিজেদের ধ্যানে, তপস্যায় আত্মোপলব্ধিতে তাহার সন্ধান পাইয়াছে, কেহ কাহাকেও এই কথা বুঝাইয়া বলিয়া দিতে পারে নাই। কারণ, তাহা বুঝাইয়া বলিবার নহে, কাহাকেও দেখাইয়া দিবার জিনিস নহে, নিজের চিনিয়া লইবার বিষয়। যাঁহারা বলেন, আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইব, আমি তোমাদিগকে ঈশ্বর দর্শন করাইব, তাহারা নিজেরাও কখনও ঈশ্বর সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই; তাহারা ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন মাত্র। কারণ তাঁহারা যদি নিজেরা ঈশ্বরকে দেখিতেন, তাহা হইলে ঈশ্বর দর্শনের কি উপায় তাহা জানিতেন।

আজিকার দিনে এই কথাটি বিশেষ করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ, নানাভাবে বিপর্যস্ত মানুষ আজ আত্মবিশ্বাস বিসর্জন দিয়া গুরুবাদের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছে। তাহাতে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাত্মমার্গে চলা যায় না, সেখানে চলিবার শক্তি নিজেকেই অর্জন করিতে হয়।

এক তরুণ বালক সহসা ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল যে হিমালয়ে আরও আরও বড় বড় সাধু থাকেন, তাহারা তপ তপস্যা করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর দর্শন করাইয়া দিতে পারিবেন। এই ভাবিয়া এক বস্ত্রে সে দেরাহ্নের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। সে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসিয়া বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে, অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে সে সকলই স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া যাহারা ভণ্ডামি করে, তাহাদের সে মুখোস খুলিয়া দেয়। হরিদ্বার পৌঁছিয়া সে বহু ভণ্ড সন্ন্যাসীর মুখোস খুলিয়া দিল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক বস্ত্রে বাহির হইয়াছিল, তাহার কিছুই হইল না; সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না, কেহ তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করাইতে পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল, আত্মোপলব্ধিই ঈশ্বরোপ-লব্ধি, তাহা ছাড়া আর কিছু নহে।

গ্রন্থখানি উপন্যাস নহে, ছোট গল্প নহে, তথাপি কথা সাহিত্যের মত সুখ-পাঠ্য। আমরা যদি নিজেদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পাই, তাহা হইলে সেখানেই উপলব্ধি করিতে পারি, আধ্যাত্মিক সত্যের উৎস কোথায়। কিন্তু সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবার আমাদের অবসর নাই, অন্তরের দিকে না তাকাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইতেই অভ্যস্ত, তাই নানা বস্তুতে আমাদের চোখ ভুলাইয়া দেয়, আমরা তাহাই সত্য বলিয়া আত্ম-সমর্পণ করি। আমরা সকলেই আসল 'রাজা'কে দেখিতে গিয়া নকল রাজার কপট ঐশ্চর্য দেখিয়া ভুলিয়া যাই। কিন্তু আসল 'রাজা' যে মনের গহনে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় আসনে বিরাজ করেন, তাহা বুঝি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান যুগে বইখানির বহুল প্রচারের আবশ্যক; কারণ, আজ বাহিরের কলরব যত বাড়িয়াছে, অন্তরের প্রশান্তি সেই পরিমাণেই কমিয়াছে। তাই আত্মার মধ্যে যে সত্যোপলব্ধি তাহা আমাদের আর হয় না।

মাঘ ১৩৮৮ সাল। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধেয়
শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য
মহোদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা —

বিনয়াবনত
জয়দেব
৮।১১।৮৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

HAYA, TUMI KOTHAYA !

By

Dr. Joydeb Mukhopadhyaya

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাঝবয়সী বিধবা মহিলাটি নিজের খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে গেছেন, চলন্ত ট্রেণের মধ্যে জ্বলন্ত পাবকের মত দীপ্ত উজ্জ্বল ঐ বালকটির হাবভাব লক্ষ্য করে। সেই হাওড়া থেকেই দৃষ্টি পড়েছে তাঁর ছেলেটির দিকে। পরনে একটা নীল হাফ্ প্যাণ্ট আর সাদা হাতকাটা গেঞ্জী ছাড়া কিছুই নেই। মাথাভরা কোঁকড়া চুলে সিঁথি নেই, পায়ে জুতো নেই, সঙ্গে কোন বিছানা-বাক্স বা পুঁটুলী নেই, মাঘের শেষের এই দুঃসহ পশ্চিমি ঠাণ্ডায় গায়ে জড়াবার একটা চাদরও নেই। একমাত্র যেটা আছে বলে মনে হয় ওর দিকে প্রথম তাকালেই— সেটা হচ্ছে ওর ধনুকের মত বাঁকা দুই ভুরুর নীচে দুই আশ্চর্য্য গভীর আর কালো চোখ। হাওড়া থেকে বারাণসী—এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ট্রেণ এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্বনাথ তীর্থের ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে, কিন্তু ছেলেটার দৃষ্টি একবারও বাইরে থেকে গাড়ীর ভেতরে ফেরেনি—একটানা এই বারো-চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে। হিরন্ময়ী লক্ষ্য করেছেন—গত রাত্রে যখন এই কম্পার্টমেণ্টের সকলেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন, ছেলেটা তখনও ঠায় বসে আছে জান্‌লা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে। হু হু করে হিমেল বাতাস এসে ঢুকছে কক্ষের মধ্যে, ওর অযত্ন রক্ষিত কেশরাশি উড়ছে শতধা বিভক্ত হয়ে—তবুও ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ডিব্বার দুই-একজন যাত্রী দুই-একবার অনুযোগও জানালো শীতের হাওয়ার দাপট থেকে বাঁচ্‌বার আশায়—কিন্তু হায়, যার উদ্দেশ্যে অনুযোগ ক্ষেপন, সে একবার ফিরেও তাকালো না কম্বলমুড়ি দিয়েও কম্পমান সেই অনুযোগ-কারীদের দিকে। একটি মাত্র স্যাণ্ডো গেঞ্জী গায়ে চাপিয়ে এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটার ভেতরে ও বসে আছেই বা কেমন করে অমনভাবে জান্‌লা খুলে। ওর চোখে কি ঘুম বলে কোন জিনিস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই ? পায়খানা-প্রস্রাবের ডাকও কি ও পায় না এই দীর্ঘ বারো-চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে একবারও ? তবে কি বুদ্ধিভ্রষ্ট অথবা বিকৃত-মস্তিষ্ক ঐ ছেলেটা ?

এইসব নানা প্রশ্নের ধাক্কাধাক্কিতে মনের ভেতরটা যখন একেবারে তচ্‌নচ্‌ হবার উপক্রম হিরন্ময়ীর, ঠিক তখনই, বারাণসী ষ্টেশনে গাড়ীটা এসে থম্‌কে দাঁড়াতেই—কামরাটা মুহূর্ত্তে ফাঁকা হয়ে গেল মস্ত এক কাশীদর্শনপ্রার্থীর দল হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করতে করতে কাম্‌রা থেকে নেমে যাওয়ার ফলে। ছেলেটা কিন্তু তখনও বসেই আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। হিরন্ময়ী আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। বারো-চোদ্দ ঘণ্টা দাঁতে কিছু না কেটে, এক ফোঁটাও জল না খেয়ে, প্রস্রাব-পায়খানা বন্ধ করে বসে থেকে—মাঘের দুরন্ত শীতের মধ্যে, মরবে নাকি ছেলেটা শেষ পর্য্যন্ত ?

ওধারের বেঞ্চটার যেখানে ছেলেটা বসেছিল, তারই একান্ত কাছে গিয়ে, আস্তে করে হাত রাখলেন তিনি তার মাথায়। স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে শুধালেন—'কি বাবা, কোথায় যাবে তুমি ?'

মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল কিশোর—'হিমালয়ে।'

'হিমালয়ে ? ও, হিমালয় দেখ্‌তে যাচ্ছ বুঝি ?'

'না, দেখতে নয়, খুঁজতে যাচ্ছি।'

'কাকে খুঁজতে যাচ্ছ ?'

'ভগবানকে।'

ভগবানকে খুঁজতে ! অন্যমনস্ক ছেলেটার মুখে আশ্চর্য ঐ জবাব শুনে, বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রইল না হিরন্ময়ীর। তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'হিমালয়ে বুঝি ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যায় ?'

এইবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ছেলেটা হিরন্ময়ীর পানে। গম্ভীর কালো দুই চোখের দৃষ্টি প্রশ্নকারিণীর মুখের ওপর ফেলে, সে বল্‌ল—'ও ! তুমি বুঝি তাও জানো না ? আমার মা জানে। মা বলেছে—হিমালয়ে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছে, তারা নাকি বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে পারে—'ভগবান কোথায় থাকে।' এই বলে একটু থেমে, সে হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বস্‌ল—'আচ্ছা মা, ভগবান কোথায় থাকে তুমি জানো ?'

'না, বাবা !'

'তাকে দেখ্‌তে কেমন—বল্‌তে পারো ?'

'না, বাবা !'

'তাকে দেখ্‌তেও পাওনি বুঝি কখন ?'

'তাঁকে দেখার ভাগ্য কি সকলের হয়, বাবা ?'

'আমি কিন্তু ভগবানকে দেখ্‌বই, তুমি দেখো। মা যখন বলেছে—হিমালয়ের সাধু-সন্ন্যাসীরা জানে ভগবান কোথায় থাকে, তখন তাদের হাতে-পায়ে ধরেও আমি নিশ্চয় জেনে নেবো—ভগবানের ঘরটা ঠিক কোন্ খান্‌টায়। আমার মা যখন বলেছে—সাধু-সন্ন্যাসীরা জানে, তখন সে কথা কি আর সত্যি না হয়ে পারে ?'

প্রায় ফাঁকা কামরায় হঠাৎ কালো কোট পরা টিকেট ইন্সপেক্টর উঠে—সোজা ছেলেটার কাছে এসে টিকেট চেয়ে বসলেন। ছেলেটা বাংলায় বল্‌ল—'টিকিট ? আমার কাছে আবার টিকিট চাচ্ছ কেন ? আমি যে সাধু !' নীল হাফপ্যাণ্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জী পরিহিত কিশোরের মধ্যে সাধুত্ব কোথাও খুঁজে না পেয়ে, চেকার ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়েই হিন্দীতে বলে উঠলেন—'ওসব ধাপ্পাবাজী ছাড়ো। দেখাও টিকেট, না হলে এখনই ঢুকিয়ে দেবো ফাটকে।'

ছেলেটা মুহূর্তে তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার হিন্দীতেই প্রায় চীৎকার করে উঠল—'কি ? আমি ধাপ্পা দিচ্ছি ? জানো আমার মাস্তুতো ভাই কেষ্টদা বোম্বাইতে রেলের মস্ত এক ইঞ্জিনীয়ার ? সে আমাকে নিজে বলেছে—রেলগাড়ীতে সাধুদের চেকাররা ছেড়ে দেয়—। সাধুদের পয়সা কোথায় যে টিকিট কাটবে ? তবে ? তবে তুমি যে বড় টিকিট চাইছ আমার কাছে ? আমি সাধু না।'

'না, তুমি সাধু নও। তোমার গেরুয়া কোথায় ?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ঐ ত্থাখো, গেরুয়া পরলেই বুঝি কেবল সাধু হওয়া যায় ? এতখানি বয়স হয়েছে, সাধু কাকে বলে তাও জানো না ?'

ভদ্রলোক তিরিক্ষি সুরে গর্জন করে উঠলেন,—'তবে কি তোমার মত একটা অকালকুষ্মাণ্ডের কাছে শিখ্‌তে হবে আমাকে —সাধু কাকে বলে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় শিখ্‌তে হবে। আমার মা বলে, যারা ভগবানের খোঁজে সবকিছু ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায়—তারাই হচ্ছে সাধু। তবে ? তবে আমি সাধু নই ?'

'তুমি কি ভগবানের খোঁজে সব কিছু ছেড়ে পথে বেরিয়েছ ?'

'নিশ্চয়। আমি তো ভগবানের খোঁজেই হিমালয়ে যাচ্ছি মাকে ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে, ভাই, বোন সবাইকে ছেড়ে। দেখ্‌ছ না—সঙ্গে আমার জামা-কাপড়, বিছানা-বাক্স,—এমনকি জল খাওয়ার একটা গেলাসও নেই !'

'তুমি ভগবানের খোঁজে বেরিয়েছ ? এই বয়সে ?' বল্‌তে বল্‌তে চেকার ভদ্রলোক ধপ করে বসে পড়লেন ছেলেটার ঠিক পাশ-টিতেই। যে চোখে তাঁর ক্রোধাগ্নি জ্বলছিল দপ্‌ দপ্‌ করে একটু আগেও, সেই চোখেই এখন ছল্‌ ছল্‌ করছে বিস্ময় আর বিহ্বলতা —স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন তা হিরন্ময়ী।

প্রবীন চেকার নিঃশব্দে ছেলেটার হাত দুখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন 'তোমার মার কথাই ঠিক ভাই। গেরুয়া পরলেই কেবল সাধু হওয়া যায় না, ভগবানকে পাবার জন্যে, সবকিছু ছেড়ে বেরুতে হয়। আমার এই দীর্ঘ চেকারজীবনে তোমার মত এমন সাধু আমি আর কখনও দেখিনি।' এই বলে ক্ষণেকের জন্য নীরব থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক—'হিমালয়ের কোথায় যাবে তুমি ?'

'তা কি আমি নিজেই জানি ? রাতে মাকে রোজকার মত প্রণাম করে শুতে গিয়েছিলাম। ঘুমিয়েও পড়েছিলাম বোধ হয়। হঠাৎ চোখ মেলে মনে হল, দেওয়ালে টাঙানো মা আনন্দময়ীর মস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফটোটা যেন কথা বলছে। হাসি ভরা মুখে মা আনন্দময়ী যেন বলছেন—হিমালয়ে যাবি না ? ভগবানের খোঁজ করবি না ?'

'আনন্দময়ী মাতাজী ? যাঁর আশ্রম আছে কাশীতে ?'

'অত আমি জানি নে। আমার মা যে ভারী ভক্তি করে মা আনন্দময়ীকে ! মা সব জানে আনন্দময়ীর সম্বন্ধে।'

'বেশ তো, তারপর কি হল ? আনন্দময়ী মাতাজীর কথা শোনার পর কি করলে তুমি ?'

'তা ঠিক মনে নেই। যখন বেশ জ্ঞান হল, চেয়ে দেখি আমি হাওড়া ষ্টেশনের এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। সামনে দিয়ে এক বুড়ো সন্ন্যাসী যাচ্ছিল। তাকেই শুধালাম আচ্ছা, হিমালয়ে যাবে কোন্ গাড়ী ? সেই সন্ন্যাসীই দেখিয়ে দিয়েছিল আমায় এই ট্রেণটা। আর তারপরেই আমি দৌড়ে এসে উঠে বসেছিলাম এই কামরার এই বেঞ্চিটাতে।'

'এম্‌নিভাবে, এই কি তুমি প্রথম বাইরে বেরিয়েছ একা ?'

'তা কেমন করে হবে ? মা যে বলে—ঢাকায় যখন সাত বছর বয়সে প্রথম মা আনন্দময়ীকে দেখেছিলাম মা'র হাত ধরে রমণার আশ্রমে গিয়ে, তারপর থেকেই নাকি প্রতি বছর দুইবার তিনবার করে বেরিয়ে যেতাম আমি বাড়ী ছেড়ে। তারপর, বাবার চাপ্‌রাশী, আরদালীরা গিয়ে খুঁজেপেতে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তো আমায় ফের।'

'প্রতিবারই কি এম্‌নি রাতে উঠে বেরিয়ে গিয়েছিলে তুমি।'

'মা তো সেই রকমই বলে।'

'যখন বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, নিজে বুঝতে পারো না ?'

'না। বেরিয়ে যে এসেছি, তা বুঝতে পারি বেরিয়ে আসার অনেক পরে। ঠিক এবার যেমনটি হল !'

'আচ্ছা কেন বের হও তা বল্‌তে পারো ?'

'না।'

'তবে, এবার বল্‌ছ কেমন করে যে, তুমি ভগবানের খোঁজে বেরিয়েছ ?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ঐ ছাখো, গেরুয়া পরলেই বুঝি কেবল সাধু হওয়া যায় ? এতখানি বয়স হয়েছে, সাধু কাকে বলে তাও জানো না ?'

ভদ্রলোক তিরিক্ষি স্বরে গর্জন করে উঠলেন,—'তবে কি তোমার মত একটা অকালকুষ্মাণ্ডের কাছে শিখ্‌তে হবে আমাকে —সাধু কাকে বলে ।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় শিখ্‌তে হবে। আমার মা বলে, যারা ভগবানের খোঁজে সবকিছু ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায়—তারাই হচ্ছে সাধু। তবে ? তবে আমি সাধু নই ?'

'তুমি কি ভগবানের খোঁজে সব কিছু ছেড়ে পথে বেরিয়েছ ?'

'নিশ্চয়। আমি তো ভগবানের খোঁজেই হিমালয়ে যাচ্ছি মাকে ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে, ভাই, বোন সবাইকে ছেড়ে। দেখ্‌ছ না—সঙ্গে আমার জামা-কাপড়, বিছানা-বাক্স,—এমনকি জল খাওয়ার একটা গেলাসও নেই !'

'তুমি ভগবানের খোঁজে বেরিয়েছ ? এই বয়সে ?' বল্‌তে বল্‌তে চেকার ভদ্রলোক ধপ করে বসে পড়লেন ছেলেটার ঠিক পাশটিতেই। যে চোখে তাঁর ক্রোধাগ্নি জ্বলছিল দপ্‌ দপ্‌ করে একটু আগেও, সেই চোখেই এখন ছল্‌ ছল্‌ করছে বিস্ময় আর বিহ্বলতা —স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন তা হিরন্ময়ী।

প্রবীন চেকার নিঃশব্দে ছেলেটার হাত দুখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন 'তোমার মার কথাই ঠিক ভাই। গেরুয়া পরলেই কেবল সাধু হওয়া যায় না, ভগবানকে পাবার জন্যে, সবকিছু ছেড়ে বেরুতে হয়। আমার এই দীর্ঘ চেকারজীবনে তোমার মত এমন সাধু আমি আর কখনও দেখিনি।' এই বলে ক্ষণেকের জন্য নীরব থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক—'হিমালয়ের কোথায় যাবে তুমি ?'

'তা কি আমি নিজেই জানি ? রাতে মাকে রোজকার মত প্রণাম করে শুতে গিয়েছিলাম। ঘুমিয়েও পড়েছিলাম বোধ হয়। হঠাৎ চোখ মেলে মনে হল, দেওয়ালে টাঙানো মা আনন্দময়ীর মস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফটোটা যেন কথা বলছে। হাসি ভরা মুখে মা আনন্দময়ী যেন বলছেন—হিমালয়ে যাবি না ? ভগবানের খোঁজ করবি না ?'

'আনন্দময়ী মাতাজী ? যাঁর আশ্রম আছে কাশীতে ?'

'অত আমি জানি নে। আমার মা যে ভারী ভক্তি করে মা আনন্দময়ীকে ! মা সব জানে আনন্দময়ীর সম্বন্ধে।'

'বেশ তো, তারপর কি হল ? আনন্দময়ী মাতাজীর কথা শোনার পর কি করলে তুমি ?'

'তা ঠিক মনে নেই। যখন বেশ জ্ঞান হল, চেয়ে দেখি আমি হাওড়া ষ্টেশনের এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। সামনে দিয়ে এক বুড়ো সন্ন্যাসী যাচ্ছিল। তাকেই শুধালাম আচ্ছা, হিমালয়ে যাবে কোন্ গাড়ী ? সেই সন্ন্যাসীই দেখিয়ে দিয়েছিল আমায় এই ট্রেণটা। আর তারপরেই আমি দৌড়ে এসে উঠে বসেছিলাম এই কাম্‌রার এই বেঞ্চিটাতে।'

'এম্‌নিভাবে, এই কি তুমি প্রথম বাইরে বেরিয়েছ একা ?'

'তা কেমন করে হবে ? মা যে বলে—ঢাকায় যখন সাত বছর বয়সে প্রথম মা আনন্দময়ীকে দেখেছিলাম মা'র হাত ধরে রমণার আশ্রমে গিয়ে, তারপর থেকেই নাকি প্রতি বছর দুইবার তিনবার করে বেরিয়ে যেতাম আমি বাড়ী ছেড়ে। তারপর, বাবার চাপ্‌রাশী, আরদালীরা গিয়ে খুঁজেপেতে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তো আমায় ফের।'

'প্রতিবারই কি এম্‌নি রাতে উঠে বেরিয়ে গিয়েছিলে তুমি।'

'মা তো সেই রকমই বলে।'

'যখন বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, নিজে বুঝতে পারো না ?'

'না। বেরিয়ে যে এসেছি, তা বুঝতে পারি বেরিয়ে আসার অনেক পরে। ঠিক এবার যেমনটি হল !'

'আচ্ছা কেন বের হও তা বল্‌তে পারো ?'

'না।'

'তবে, এবার বল্‌ছ কেমন করে যে, তুমি ভগবানের খোঁজে বেরিয়েছ ?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এবার মা আনন্দময়ী যে নিজে বলে দিয়েছেন আমাকে হিমালয়ে যাবি না ? ভগবানের খোঁজ করবি না ?'

চেকার ভদ্রলোক এবার স্তম্ভিতের মত বসে থাক্‌লেন বেশ কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য এই ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে। তারপর, অদূরে উপবিষ্টা সম্ভ্রান্তদর্শনা বৈধব্যশুভ্রা হিরন্ময়ীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি শুধালেন—

'এ কি আপনার কোন রিস্তেদার, মাজী ?'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে নীরবেই জানালেন—'না।'

'এর সব কথা শুনছেন আপনি ?'

পুনরায় কথা না বলেই মাথা একদিকে হেলিয়ে দিয়ে হিরন্ময়ী জ্ঞাপন করলেন—'হ্যাঁ।'

'যা বলেছে এ, তার সবটাই কি আপনার কাছে অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় নি ? এর এই ভগবানকে খুঁজতে যাওয়ার কথা ?'

এইবার মুখ খুললেন হিরন্ময়ী। অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বল্‌লেন—'না।' মাঘ মাসের শীতের মধ্যে এই দিনের বেলাতেও আপনি গরম কোট-প্যাণ্ট-মাফ্‌লার আর কান ঢাকা মাংকি ক্যাপ পরে আছেন, আমি আছি কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে, আর, কাল সমস্তটা রাত ঐ কচি ছেলেটা, ঠায় ঐ খোলা জান্‌লার পাশে বসে, বাইরের দিকে তাকিয়ে রাত জেগেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে বসেও কাঁপতে দেখিনি ওকে একবারও। অথচ দেহে ওর ঐ হাত কাটা গেঞ্জী আর একটা হাফ্‌প্যাণ্ট ছাড়া আর তো কিছুই নেই। আমার একথা শুনে হয়তো আপনার বিশ্বাস করতে মন চাচ্ছে না, কিন্তু আমি যা নিজের চোখে দেখেছি—তাকে বিশ্বাস না করে আমার যে উপায় নেই চেকার সাহেব।'

'আজিব বাত ! সারা রাত খিড়কী খুলে বসেছিল ও, কেবল গেঞ্জী পরে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমিও হাওড়া থেকেই উঠেছি চেকার সাহেব। ওঠার পরেই ঐ ছেলেটার দিকে চোখ পড়েছে আমার। তখন থেকে—এই বারো-চোদ্দ ঘণ্টায় ও একবারও বাথরুমে যায়নি, কোন খাবার খায়নি, এমনকি জলতেষ্টাও অনুভব করেনি ও কখনও। এ সবের কোনটাই তো স্বাভাবিক নয়! আর স্বাভাবিক নয় বলেই, ওর যা কিছু বক্তব্যকে আপনি অবিশ্বাস্য বলে ভাব্‌ছেন, অস্বাভাবিক বলে ভাব্‌ছেন - তার সবগুলোকেই আমার মন কিন্তু খুব স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করেছে অনেক আগেই।'

সলজ্জ কণ্ঠে চেকার ভদ্রলোক বললেন—'না, না, মাজী, আমি ওর কোন কথা ঠিক অবিশ্বাস যে করেছি—এমন ভাববেন না। তবে, অতি সাধারণভাবে দিন্ গুজ্‌রান করা মানুষ আমি তো! তাই, এত অল্প বয়সের ছেলের মুখে—এমন অদ্ভুৎ সব কথা শুনে, একটু অস্বাভাবিক ঠেকেছিল আমার নিশ্চয়। কিন্তু, এখন আমার মনে হচ্ছে——এ কোন বাল-মহাত্মা-টহাত্মা গোছের কিছু হবে বোধ হয়, কি বলেন?'

এঁরা দুজনে যখন কথা বল্‌ছিলেন, ছেলেটার দৃষ্টি কিন্তু তখন আবার চলে গেছে বাইরে—যেখানে নদী-নালা-গাছপালায় শীতের শুষ্কতা আর শীর্ণতার ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে বৈরাগীর রূপ নিয়ে, সেই দিকে।

ওকে নিয়েই যে এক ভদ্রলোক এবং এক ভদ্রমহিলা এত কিছু আলোচনা করে চলেছেন, সেদিকে সামান্য খেয়ালও যে আছে ছেলেটার, ওকে দেখে কিন্তু তা মনে করাও বেশ কঠিন।

'ওর নাম কি, মাজী?'—জিজ্ঞাসা করলেন চেকার।

'জানি না। আপনিই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না!'

'চেকার এবার বাইরের দিকে চেয়ে থাকা ছেলেটির পিঠে মৃদু-করস্পর্শে জানতে চাইলেন—তার কি নাম। ছেলেটি বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই উত্তর দিল—

'জয়ন্ত। মা কিন্তু ডাকে জয় বলে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পিতাজীর নাম?'

'বাবার নাম? বাবার নাম—রায়বাহাদুর অদিতিনন্দন……'

পুরোটা শেষ না করেই এবার জয়ন্ত বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে জিভ্ কেটে বল্‌ল—'এ মা! কি করলাম?'

'কি আবার করলে? পিতাজীর নাম বল্‌ছিলে। বলো, বলো তাঁর পুরো নামটা! রায়বাহাদুর অদিতিনন্দন……তারপর?'

'আবার জিজ্ঞেসা করছো বাবার নাম? মা বলেছে না—সাধুরা কখনও তাদের বাবা-মার নাম বলে না, কোথায় তাদের দেশ ছিল, তাও বলে না। তবে? তবে তুমি যে বড় আমার বাবার নাম জান্‌তে চাইছ? আমি একজন সাধু না?'

চেকার তাড়াতাড়ি নিজের ত্রুটী স্বীকার করে নিলেন—'সাই বাত, সাই বাত, আমারই ভুল হয়েছিল। তুমি তো নিশ্চয়ই সাধু—তোমাকে তোমার পিতাজীর নাম জিজ্ঞেসা করা আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু, হিরন্ময়ী প্রায় চম্‌কিয়েই উঠেছিলেন জয়ন্তের মুখের জবাব শুনে! কি সর্ব্বনাশ! কোন্ রায়বাহাদুরের আদরের দুলাল এম্‌নি নিঃসম্বল নিঃসহায় হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে মাঘ মাসের এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্যে! কোথা থেকে জুটবে ওর দু-বেলার দুমুঠো খাবার? কোথায় পাবে ও আশ্রয় শীতের দাপট থেকে বাঁচতে? একটু আগেই বলেছিল ছেলেটা, ছেলেবেলায় ঘর থেকে যখনই ও বেরিয়ে যেত, ওর বাবার চাপরাশী আর আরদালীরা গিয়ে খুঁজে পেতে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তো ওকে। তবে কি ও কোন জজ কি ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে? না হলে চাপরাশী আরদালী আস্‌বে কোথা থেকে?

'এই, তুমি সংস্কৃত জানো?' চেকারের দিকে তাকিয়ে আচম্‌কা প্রশ্ন করে বস্‌ল জয়ন্ত। চেকার পাল্টা প্রশ্ন জুড়ে দিলেন—'তুমি জানো?'

'বাঃ, জানি না? ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে আমি লেটার পেয়েছি যে'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরন্ময়ী বিস্ময়ের সুরে শুধালেন—'এরই মধ্যে ম্যাট্রিক পাশও করে ফেলেছো?' 'করেছি না? তের বছর ছয় মাসে ম্যাট্রিক পাশ করে, এখন আমি আই. এ. পড়ছি ফার্ষ্ট ইয়ারে। আই এ. তেও আমি সংস্কৃত নিয়েছি, জানো?'

চেকার জান্‌তে চাইলেন, তিনি সংস্কৃত জানেন কিনা—একথা কেন জিজ্ঞেসা করছিল জয়ন্ত একটু আগে।

'কেন আবার?' ছেলেটি বলল, 'এখন আমার মনে যে সংস্কৃত শ্লোকটি বারবার উথাল-পাতাল করছে, তোমার সংস্কৃত জানা থাক্‌লে, সেই শ্লোকটাই আমি একবার চিৎকার করে আবৃত্তি করতাম তোমার সামনে।'

'কোন শ্লোকটা?'

'সেই যে শ্লোকটা চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেবার পরে আকুল আবেগে আবৃত্তি করতে করতে পথে চলেছিলেন মহাভাবে বিভোর হয়ে! জানো তুমি সেই শ্লোক?'

বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মতন চেকার মাথা নাড়লেন—'না তো! কি সে শ্লোক?' জয়ন্ত এবার হঠাৎই নিজের চোখ দুটি একবার বন্ধ করলো তার মস্ত দুই নেত্রপল্লবের আবরণে। তারপর আশ্চর্য্য সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করে চল্ল সে শ্রীমদ্ভাগবতের সেই অপূর্ব শ্লোকটি, যা কেবল চৈতন্যদেবই নন, তাঁরও বহু পূর্ব্বে, অবন্তী নগরের এক ব্রাহ্মণও গেয়ে উঠেছিলেন ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করার পর গৃহত্যাগী হবার মুহূর্ত্তে উদাত্ত স্বরে, ভাবোন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে—

'এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্‌ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥
১১।২৩।৫৭

আমি সেই প্রাচীন মহাপুরুষগণের সেবিত পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বন করে, শ্রীভগবানের সেবা দ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হবো!'

একবার, দুইবার, তিনবার ঐ একই শ্লোক নির্ভুল উচ্চারণে মধুর সুরে আবৃত্তি করার পর, নীরব হল ছেলেটা অবশেষে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর, উন্মীলিত নয়নে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে বল্‌ল— 'আজ আমিও তো ঘর ছেড়ে পথেই বেরিয়েছি ভগবানকে খুঁজতে ! তাই আমারও মনের কোণে কোণে আজ এই শ্লোকটাই বারবার উঠছে গুণ-গুনিয়ে।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে হিরন্ময়ী প্রশ্ন করলেন —'তুমি ভাগবত পড়েছো ?' 'না। মা রোজ তিনতলার ঠাকুর ঘরে বসে পড়ে, আমি শুনি। শুন্‌তে শুন্‌তে যে শ্লোকগুলো ভাল লাগে, আমি মুখস্থ করে নিই।'

এই সময় ট্রেণের গতি মন্থর থেকে মন্থরতর হয়ে আস্‌ছে দেখে টিকেট ইন্সপেক্‌টর বলে উঠলেন—'এবার আমায় নামতে হবে মাজী—সামনের ষ্টেশনে। অন্য কাম্‌রায় যেতে হবে টিকেট্ চেক্ করতে। আপনি কত দূর যাবেন, মাজী ?'

'হরিদ্বার।' 'ব্যস্। এ গাড়ী তো হরিদ্বার হয়েই ডেরাডুন যাবে। তবে, আমি এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি -যাতে হরিদ্বারে নেমে ষ্টেশনের বাইরে যাওয়া পর্য্যন্ত এই বাল-মহাত্মাকে কেউ টিকিটের জন্য কোন বিরক্ত না করতে পারে কোথাও। আমার ডিউটি শেষ হলে, আমার পরবর্তী যিনি আসবেন ডিউটিতে—তাঁকে আমি সব বলে যাবো। ওকে, মাজী, আপনি হরিদ্বারেই নামিয়ে নেবেন আপনার সঙ্গে। হরিদ্বারও তো হিমালয়ে প্রবেশেরই একটি দ্বার বটে !'

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে মহিলা বলে উঠলেন তাড়াতাড়ি—'ধন্যবাদ, চেকার সাহেব, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।' সলজ্জ কুণ্ঠায় কিছুটা আপন মনেই যেন বিড় বিড় করলেন চেকার ভদ্রলোক—'এতটুকু ছেলে চলেছে ঈশ্বরের সন্ধানে ! মুখে সে উচ্চারণ করছে সদ্যসন্ন্যাসী হওয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মুখ নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ! -এ কত বড় সৌভাগ্য আমার যে, আমি এমন এক মহাপুরুষের সামান্য সেবাতেও লাগতে পারলাম ! তাই, আমাকে ধন্যবাদ দিলে, আমি যে কেবল লজ্জাই পাবো, মাজী !' এই বলে একটু থেমে, সহসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেটার একখানি হাত খপ্ করে চেপে ধরে আবেগ-কম্পিত স্বরে আবার বলে উঠলেন তিনি – 'আমায় ভুলো না, ভাইজী. আমায় ভুলো না।' বল্‌তে বল্‌তে, চক্ষের পলকে, প্রায় থেমে-আসা ট্রেণ থেকে লাফিয়ে নেমে গেলেন কালো গরম কোট-প্যান্ট-মাফ্‌লার-টুপী পরা চেকার সত্যাগত ষ্টেশনের প্লাটফর্মে।

এইবার মহা ভাবনায় পড়লেন হিরন্ময়ী দেবী। ভাবে ভোলা মায়ের কোল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে-আসা অসম্ভব জেদী এই ছেলে-টাকে—হরিদ্বারে নামাবেন তিনি কেমন করে? ও যে হিমালয়ে যেতে চায়। শহর হরিদ্বারে ওকি নাম্‌তে রাজী হবে? হলে অবশ্য, প্রাণে তিনি অনেকটা শান্তি যে পাবেন—সে বিষয়ে তাঁর নিজের মনেও কোন সন্দেহ নেই। এমন কচি বাচ্চাকে, — সব জেনে, সব বুঝেও, —একা এমনভাবে হিমগিরিরাজ্যের সাধু সমুদ্রে ছেড়ে দিতে তাঁর একেবারেই ইচ্ছা হচ্ছিল না, সেটুকু অনায়াসেই বোঝা যাচ্ছিল তাঁর স্নেহকোমল নয়ন দৃষ্টির আকুলিবিকুলি ভাবটুকু দেখেই। কিন্তু কেমনভাবে, কোন কথায় ভুলিয়ে, নিজের সান্নিধ্যে যে তিনি কয়েক দিনের জন্যও অন্ততঃ আটকে রাখবেন ভগবান পাগল ভয়লেশহীন বল্গাছাড়া এই দুরন্ত বালককে—সেটা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কিছুতেই।

এই সময়, হঠাৎ, জয়ন্ত নিজেই চিৎকার করে বলে বস্‌ল—'ওমা, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই, সন্তানহীনা হিরন্ময়ীর বৈধব্য শুষ্ক অন্তর-মরুতে কোথা থেকে, সুপ্ত মাতৃস্বরসের এক পাড়-ভাঙ্গা বিধ্বংসী বন্যা অপ্রতিরোধ্য স্রোতকল্লোলে বজ্রনাদ তুলে প্রচণ্ডবেগে ধেয়ে এসে এক নিমেষে সব দলিত, মথিত এবং প্লাবিত করে দিল যেন মনে হল। তাঁর পুত্রতৃষ্ণায় আর্ত্ত অন্তর চাতক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর্ত্তনাদ করে উঠল যেন—আহা, বাছারে! চোদ্দ ঘণ্টা পরে এতক্ষণে বুঝি বোধ এসেছে ওর শরীরের! তাই বুঝতে পেরেছে—খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে ওর পেট!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যস্ত ক্ষিপ্রতায় নিজের টিফিন কেরিয়ার খুলে, সযত্নে সাজিয়ে দিলেন হিরন্ময়ী ষ্টীলের থালায়—তাঁর নিজের জন্য ঘর থেকে নিয়ে আসা—পরোটা, আলুর দম, মিষ্টি। সামান্য দ্বিধামাত্র না করেই, জয়ন্ত খেতে শুরু করে দিলো সেগুলো। দেখে একবার মনেও হল না জয়ন্তকে যে, এমন একজনের খাবার সে উদরস্থ করে চলেছে অম্লান বদনে, যাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা তো দূরের কথা ভাল করে পরিচয়ও তার হয়নি এখনও। খাওয়া যতক্ষণ শেষ না হ'ল ছেলেটার, ততক্ষণ হিরন্ময়ীর কর্ণকুহরে ছেলেটার বলা একটি কথাই বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল অশ্রুতপূর্ব এক সঙ্গীতের আবেশ সৃষ্টি করে—ওমা, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। ওমা, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। ছোট্ট ঐ 'ওমা' ডাকের মধ্যে নতুন এক অমৃতের স্বাদ নারীহৃদয়ের সবচেয়ে কোমল সবচেয়ে স্পর্শকাতর ইন্দ্রিয়টি দিয়ে যেন প্রথম আস্বাদন করলেন হিরন্ময়ী তাঁর জীবনে। খাওয়া শেষ হলে, পরম পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন—'আমি যেখানে নামবো, সেখান থেকেই সবাই হিমালয়ের পথে যাত্রা করে। তুমি আমার সঙ্গে সেখানে যদি নামো, তবে আমিই তোমাকে হিমালয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করে দেবো।'

'কোথায় নামবে তুমি ?' জয়ন্তের প্রশ্ন।

'হরিদ্বারে।' 'হরিদ্বারে ? এ গাড়ী বুঝি হরিদ্বারে যায় ?'

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে জয়ন্ত—তার কথার সুরে তেমনটিই মনে হল। ভদ্রমহিলা উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ বাবা। হরিদ্বারের নাম শুনেছ ?' কতবার শুনেছি, কত বই-এ পড়েছি। হরিদ্বার থেকেই তো সকলে বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী দেখতে যায়, না ?' 'তুমি ঠিক বলেছ। তা, তুমি আমার সঙ্গে নামবে তো হরিদ্বারে ?'

'আচ্ছা, ভগবান কোথায় থাকে, সে খবর কেউ দিতে পারবে কি হরিদ্বারে ?' জয়ন্ত এবার নিজের লক্ষ্যে আবার ফিরে এলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে কেমন করে বল্‌ব, বাবা ? তবে সাধু-সন্ন্যাসীতে ভরা তো জায়গাটা। আর, ঐসব সন্ন্যাসীরা ঘন ঘন যান হিমালয়ের ভেতরে, অনেক দূরের সব তীর্থে।'

'সন্ন্যাসী আছে অনেক ? হিমালয়ে যায় তারা ? মা বলেছে, ঐ সন্ন্যাসীরাই বলে দিতে পারে—ভগবান কোথায়। ব্যস্, তবে তো হয়েই গেল। আমি নিশ্চয় নাম্‌বো হরিদ্বারে। কিন্তু, মা, তোমাকে কিন্তু নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ঐ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে—আমাকে। মা বলেছে—সন্ন্যাসীরা নাকি ছোট ছেলেদের কথা শুনতেই চায় না, তারা নাকি ভীষণ গম্ভীর, ভীষণ রাগী। হেসে ফেল্লেন হিরন্ময়ী ছেলেটার কথা বলার ঢং দেখে। বেশ বুঝতে পারলেন। ছেলের মতিগতি দেখে ওর মা ওকে ভয় দেখিয়ে রেখেছেন সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে, যাতে ও চট্ করে সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে মেলামেশা করতে না পারে। হাস্‌তে হাস্‌তেই তিনি অভয় দান করলেন ঐ সরলমনা মাতৃবিশ্বাসী বালকটিকে—'বেশ তো, আমিই নিয়ে যাবো তোমায় সন্ন্যাসীদের কাছে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু হরিদ্বারে পৌঁছানোর পর মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারলেন হিরন্ময়ী দেবী বেশ ভাল ভাবেই—এ ছেলেকে সাম্‌লে রাখবেন এমন ক্ষমতার অধিকারী তিনি নন। যে আশ্রমে প্রতি বছরেই এই শীতের সময়টায় দুই মাস তিনি কাটিয়ে যান হরিদ্বারে এসে, সেই আশ্রমেই যাবার জন্য টাঙ্গায় চেপে বস্‌লেন তিনি জয়ন্তকে নিয়ে। সব্জি-মণ্ডির কাছ দিয়ে যখন টাঙ্গাটা যাচ্ছে, সেই সময় এক জটাজুটধারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়েই ছেলেটা চিৎকার জুড়ে দিল—'ঐ যে, ঐ যে, ঐ তো সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছে, কই মা, পরিচয় করিয়ে দাও, নিয়ে চলো ওর কাছে।' গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে যতই বুঝাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা করলেন তাকে যে, আগে বাড়ী গিয়ে স্নানটান করে পবিত্র হয়ে নিয়ে, খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে, তারপরে তাকে নিয়ে যাবেন তিনি ভাল ভাল সব সন্ন্যাসীর কাছে—ততই জয়ন্ত দাপাদাপি করতে থাক্‌লো টাঙ্গাচালকের হাতের লাগাম প্রাণপণে টেনে ধরে— 'এই গাড়োয়ান, গাড়ী থামাও, এই গাড়োয়ান গাড়ী থামাও।'

নিরুপায় টাঙ্গাওয়ালা অগত্যা গাড়ীর গতি একটু কমিয়ে আনতেই জয়ন্ত গাড়ী থেকে পথে লাফিয়ে পড়েই, এক দৌড়ে গিয়ে সোজা সেই দীর্ঘ দেহ বলিষ্ঠ গঠন জটাশোভিত সন্ন্যাসীর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেসা করলো—'হ্যাঁগো, তুমি কি হিমালয়ে থাকো ?' পরমবিস্ময়ে সন্ন্যাসীপ্রবর চাইলেন ছেলে-টার ব্যাকুলতা ভরা দুই চোখের দিকে। তারপর, সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে, নিজের কানটা এগিয়ে দিলেন তিনি বালকের মুখের কাছে—যাতে বালকের বক্তব্য তিনি এবার শুনতে পান ঠিক মত। ছেলেটি একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতেই, তিনি হেসে ঘাড় নেড়ে, কথা না বলেই বুঝালেন, 'হ্যাঁ। তিনি হিমালয়েই থাকেন বটে।' 'হিমালয়ে থাকো !' আনন্দের আতিশয্যে ঝাঁ করে জয়ন্ত সন্ন্যাসীর পদস্পর্শ করে প্রণামান্তে, পুনশ্চ বল্‌ল— 'তবে তো তুমি নিশ্চয় জানো. ভগবান কোথায় থাকে ! আমায় বলে দাও না, ঠিক কোথায় গেলে আমি ভগবানের দেখা পাবো।' এরই মধ্যে টাঙ্গা থেকে নেমে, হিরন্ময়ী এসে দাঁড়িয়েছেন ছেলেটার পেছনে। মাথার জটায় দুইবার হাত বুলিয়ে, বার কয় নিজের দাড়ির মধ্যে দিয়ে আঙ্গুল চালিয়ে নিয়ে, প্রবীন সন্ন্যাসী হিরন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'এ বল্‌ছে কি মাজী ! ভগবানের ডেরা ঢুঁড়ছে এ !' সলজ্জ হাসি হেসে হিরন্ময়ী বল্‌লেন—'সব সময় ওর মুখে ঐ একই প্রশ্ন, বাবা। ওর প্রশ্নের জবাব ওকে কে দেবে বলুন তো ?' 'আমি দেবো, মাজী, আমি দেবো।' এই বলে দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী তাঁর দুই হাত জয়ন্তের দুই কাঁধে রেখে ধীরে ধীরে পুনর্বার বল্‌লেন— 'ভগবানের ডেরা তো সারা ব্রহ্মাণ্ডই বেটা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সারা ব্রহ্মাণ্ড, মানে সমস্ত পৃথিবীটাই ভগবানের ঘর ?' বিড় বিড় করতে করতে আপন মনে কি যেন একটু ভাবল জয়ন্ত। তারপর মুখ তুলে আবার প্রশ্ন করে বস্‌ল—'সেটাই যদি তোমাদের জানা থাকে সন্ন্যাসীঠাকুর, তাহলে তোমরা কেবল তীর্থে তীর্থে আর মন্দিরে মন্দিরে তাকে খুঁজে বেড়াও কেন বলো তো ? কেন হিমালয়ে গিয়ে বাসা বাঁধো তাকেই পাবার আশায় ? ভগবান তো সারা পৃথিবীতেই আছে তুমি বল্‌ছ।'

সন্ন্যাসী কেমন একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন এটুকু ছেলের মুখে অমন অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে। জয়ন্ত ক্ষুন্ন অভিমানে বল্‌ল 'আমি ছেলেমানুষ কিনা, তাই তুমি আমাকে কিছুতেই বলছ না—ভগবান হিমালয়ের কোথায় থাকে। তুমি নিশ্চয় জানো তার ঘর। মা যে বলেছে, হিমালয়ে নাকি অনেক সাধু সন্ন্যাসী থাকে, আর, তারা জানে ভগবানের সন্ধান। তুমি তো একটু আগেই বল্‌লে, তুমি হিমালয়ে থাকো। তুমিও তো তবে হিমালয়েরই সন্ন্যাসী ! তবে তুমি বল্‌ছ না কেন আমাকে ?'

চোদ্দ বছরের কচি কণ্ঠের অবিশ্বাস্য এক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চুরাশী বছরের জটাজুটধারী ঈশ্বর-সন্ধানী সন্ন্যাসী কেমন যেন একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন বলে মনে হ'ল। এই সরল অবোধ বালককে কি যে বল্‌বেন, তা যেন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলেন না তিনি।

হিরন্ময়ী তাড়াতাড়ি জয়ন্তের কানে ফিস্ ফিস্ করলেন—'তুমি এখন সন্ন্যাসী মহারাজকে আর বিরক্ত কোরো না বাবা ! লক্ষ্মী ছেলে, আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় অন্য আরও অনেক সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাবো।' এ কথায় বেশ কাজ দিল দেখা গেল। জয়ন্তও ফিস্ ফিস্ করেই জান্‌তে চাইল—ঠিক্ তো ? ঠিক নিয়ে যাবে তো ?' 'আমি কথা দিচ্ছি।' হিরন্ময়ী এবার সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে ছেলেটার হাত ধরলেন। দেখাদেখি জয়ন্তও এক হাত দিয়েই সন্ন্যাসীর চরণ ছুঁয়ে, সেই হাত নিজের মাথায় ঠেকিয়ে বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠ্‌ল—'বল্‌লে না তো সন্ন্যাসীঠাকুর, ভগবান কোথায় থাকে! দেখো, আমি ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করে নেবো ভগবানকে। ভগবানের দেখা আমায় পেতেই হবে।'

প্রসন্ন হাসিতে স্ব-আনন উজ্জ্বল করে সন্ন্যাসী হাত তুলে বল্‌লেন 'নিশ্চয় সাক্ষাৎ পাবে তুমি ভগবানের, বেটা, আমি প্রার্থনা করছি সর্ব্ব অন্তর দিয়ে। তারপর, ভদ্রমহিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, হঠাৎ কিছুটা গম্ভীর হয়েই যেন বলে উঠ্‌লেন—'আশ্চর্য্ লেড়কা, মাজী, আশ্চর্য্ লেড়কা। পরমাত্মার কৃপা এর উপর জরুর আছে।'

আশ্রমে গিয়ে স্নান-খাওয়ার পরে, হিরন্ময়ী কত চেষ্টা করলেন ছেলেটার কাছ থেকে তার বাবার নাম, তার বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিতে, কিন্তু সব চেষ্টাই তাঁর বৃথা গেল। জবাব বলতে যা পেলেন তিনি জয়ন্তের মুখ থেকে, তা কেবল ঐ একটিই, 'আমি সাধু না? সাধুদের বাবার নাম, বাড়ীর ঠিকানা কিছু যে বলতে নেই, তুমি জানো না?' দীর্ঘ পথ যাত্রার ক্লান্তিতেই বোধ হয়, ছেলেটাকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিতেই, কথা বল্‌তে বল্‌তে এক সময়ে ঘুমে দুই চোখ তার বন্ধ হয়ে গেল। পুত্রহীনা বৈধব্যশীর্ণা অভাগিনী হিরন্ময়ী তৃষিত দুই নয়ন মেলে চেয়ে বসে থাক্‌লেন ঘুমন্ত ছেলেটার পাশে। বলেছে বটে ছেলেটা যে, তার বয়স এখন চোদ্দ। কিন্তু দেখলে তাকে একবারও মনে হয় না দশের বেশী হবে। অথচ এরই মধ্যে ভগবানকে দেখার জন্য কি তার ব্যাকুলতা! এই সুশ্রীদর্শন কুঞ্চিতকেশ শ্যামল সুন্দর ছেলেটিকে নিয়ে তিনি এখন কী করবেন? বাড়ীর ঠিকানাটাও যদি জানা যেতো, তাহলে না হয় লুকিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে পারতেন ওর বাপ-মা'র কাছে। কিন্তু তা যখন পাওয়া গেল না কিছুতেই, তখন একে বাঁচবার চেষ্টা তো করতে হবে তাকেই! মাঘ মাসে হরিদ্বারের কামড় বসানো নৈশ ঠাণ্ডায় ঐ একটি মাত্র হাত কাটা গেঞ্জী গায় দিয়ে তো কেউ বেঁচে থাকৃতে পারে না! জামা-প্যাণ্টের ব্যবস্থা তো কিছু করতেই হবে! এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেবে, টাকার ব্যাগটি হাতে নিয়ে, নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে শেকল তুলে দিলেন তিনি দরজায়। যেমন চঞ্চল মনের ছেলে। বলা যায় ? হয়তো আশ্রমে ফিরে দেখবেন—কোথায় উধাও হয়ে গেছে সে। তখন কোথা থেকে আবার খুঁজে বের করবেন তিনি তাকে ?

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চার জোড়া হাফ প্যাণ্ট, ফুল শার্ট, আর কমলা রং এর পাঁচ হাতি গরম চাদর কিনে, হিরন্ময়ী ফিরে এলেন। জুতো কিনতে পারলেন না, কত নম্বরের জুতো কিনবেন, তাঁর জানা নেই বলে। মনে মনে স্থির করেই রেখেছেন, অপরাহ্নে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঠিক মত পায়ের মাপের জুতো কিনে দেবেন ভাল দোকান থেকে।

আশ্রমের অফিস ঘরের সামনে দিয়ে নিজের কক্ষের দিকে যাবেন বলে অগ্রসর হতেই, আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রজবিহারী দাস সামনে এসে জিজ্ঞেসা করলেন—'ও ছেলেটি কে, মা ? আপনার ভাইপো-বোনপো কেউ নাকি ?' 'না, বাবা। ওযে কার ছেলে আমি তাও জানি না।' বলে, হিরন্ময়ী হাওড়া থেকে হরিদ্বার পর্য্যন্ত যা যা দেখেছেন, শুনেছেন এবং বুঝেছেন, তারি সবই বর্ণনা করলেন বিশদ ভাবে। শুনে, মোহান্ত মশাই যে একটুও খুশি হলেন না, তার সাক্ষী দিল তাঁর নিজেরই গোমড়া হয়ে উঠা মুখখানি। বেশ গম্ভীর স্বরে আস্তে আস্তে তিনি যা বললেন তার পরে, তার আসল অর্থ হল এই যে; তাঁদের এই পবিত্র বৈষ্ণব আশ্রমে অজ্ঞাতকুলশীল কোন অর্ধোন্মাদ ছেলেকে এমনভাবে উঠতে দেওয়া ঠিক হয়নি ভদ্রমহিলার। যাবার সময়, বেশ কিছুটা আদেশের সুরেই ভদ্রমহিলাকে তাঁর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেও ভুললেন না তিনি। বলে গেলেন—পরম ধর্মবতী নিষ্ঠাচারিনী হিরন্ময়ীর উচিৎ যথাশিঘ্র সম্ভব ঐ আপদ্‌কে বিদায় করা। প্রত্যহ গোপাল পূজো না করে যিনি জল গ্রহণ করেন না, সেই শিশুকৃষ্ণের স্বনামধন্য সেবকের মুখে শিশু জয়ন্তের প্রতি ঐ হৃদয়হীন অবজ্ঞার কথাগুলি শুনে, স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হিরন্ময়ী একেবারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তাভারাক্রান্ত পদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের সামনে গিয়ে, জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন জয়ন্ত তখনও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আর দাঁড়ালেন না তিনি। নিঃশব্দে জানালা গলিয়ে হাতের জামা প্যান্ট এবং চাদরের প্যাকেট তিনটে জানালার ঠিক নীচেই রাখা টেবিলটার ওপর রেখে দিয়ে, ক্ষিপ্রপদে তিনি গিয়ে হাজির হলেন হর-কী পেরির অদূরস্থ একটি গৃহে—যেখানে তাঁর পরিচিত এক অতিবৃদ্ধ বাঙ্গালী বানপ্রস্থী দম্পতির বাস। তাঁদের কাছে জয়ন্ত সম্বন্ধে সব খুলে বলতেই তাঁরা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বলেই যেন মনে হল। তিয়াত্তর বছর বয়স্ক অবসর-প্রাপ্ত দর্শন-অধ্যাপক ডঃ বিনয় রঞ্জন বিস্ময় প্রকাশ করলেন—'বলো কি বোন? একরত্তি ঐ ছেলে খুঁজতে বেরিয়েছে ভগবানকে?'

'হ্যাঁ দাদা, সে যে কী ব্যাকুলতা—আপনি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এখন আমি পড়েছি বিপদে। আশ্রমের মোহান্তের ইচ্ছা নয়, অজ্ঞাতকুলশীল ঐ ছেলেটাকে আমি আশ্রমে থাক্‌তে দিই। অথচ, ঐ টুকু বাচ্চাকে, সব জেনে সব বুঝেও, আমি কেমন করে একা ছেড়ে দিই বলুন তো?' বলতে বলতে দুই চোখ জলে ভরে উঠলো হিরন্ময়ীর। ব্যস্ত হয়ে বিনয় রঞ্জন বলে উঠলেন —'ঐ দ্যাখো, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আবার কান্নাকাটি শুরু করলে। আরে, এসব ক্ষেত্রে ডিরেক্‌ট্ অ্যাক্‌সন্ নিতে হয়, বুঝলে? ছেলে-টাকে নিয়ে আজই সোজা চলে এসো আমার এখানে। দুইখানা ঘর নিয়েছি কেন তবে? একখানিতে আমরা থাকি দুইজনে। আর একটা আত্মীয়বন্ধু আচমকা কেউ এসে পড়লে, তাদের জন্যে। ব্যাস্, তবে আর কান্নাকাটি কেন? সমস্যার সমাধান তো হয়েই গেল।'

'না, দাদা, সমস্যা আরও একটা আছে। ওকে এমন সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যেতেই হবে, যে ওকে বলে দিতে পারবে ভগবানকে কোথায় গেলে পাওয়া যায়।'

'সর্ব্বনাশ! বাড়ী-গাড়ী-নারী আর ফ্যান ফোন ফানের জন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাগল হওয়া আজকের দুনিয়ায়-ভগবানের ঠিকানা খোঁজে, এমন গর্দভ যে কেউ থাক্‌তে পারে—এ বাপু আমার বিশ্বাসের বাইরে। তাইতো! তুমি যে আমায় বড় ভাবনায় ফেললে বোন। এ কোন এক বামন অবতারকে ধরে নিয়ে এলে তুমি এবার—ওকে এখনই যে আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।' বৃদ্ধের স্ত্রী শৈলেজা এতক্ষণ নীরবে বসে ঘরের এক কোণে পানের বাটা নিয়ে পান সাজ ছিলেন নিজের এবং স্বামীর জন্য। এইবার তিনিও যোগ দিলেন হিরন্ময়ী এবং বিনয়রঞ্জনের আলোচনায়। আগ্রহমাখা স্বরে তাঁকে বলতে শোনা গেল—'তা এক কাজ করলেই তো হয়। মথুরা থেকে নাম-জাদা এক পণ্ডিত এসেছেন না গতকাল প্রায় দেড়শো শিষ্য শিষ্যাকে সঙ্গে নিয়ে। মহামহোপাধ্যায় বলেই তাঁকে সবাই ডাকে শুনেছি। আজ সন্ধ্যায় বিড়লা-ঘাটের কাছে তাঁর প্রবচন হবে। সেখানে ছেলে-টাকে নিয়ে গেলে কেমন হয়? অত বড় জ্ঞানী মানুষ, অত নাম ডাক্! হয়তো উনিই পারবেন ঐ ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, ওর মনকে শান্ত করতে।' বিনয়রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন পত্নীর প্রস্তাবকে, এবং শেষ পর্যন্ত এই স্থির হল, সন্ধ্যার কিছু আগেই হিরন্ময়ী নিয়ে আসবেন ছেলেটাকে দর্শন অধ্যাপকের আবাসে, আর, তারপর সকলে মিলে একত্রে যাত্রা করা হবে বিড়লাঘাট অভিমুখে। হিরন্ময়ী জানালেন অন্ততঃ একটি রাত আশ্রমে না কাটালে আশ্রম বিগ্রহের অপমান করা হবে, তাই আগামীকাল প্রভাতেই তাঁর মালপত্র এবং ঐ ছেলেটাকে নিয়ে তিনি এসে উঠ-বেন বিনয়বাবুর আশ্রয়ে। বিনয়রঞ্জন প্রবোধ দিয়ে বল্‌লেন হিরন্ময়ীকে—'কোন চিন্তা কোরো না, বোন। যদি আজ সন্ধ্যায় মহামহোপাধ্যায় ছেলেটাকে শান্ত করতে না পারেন, তাহলে কালই আমি ওকে নিয়ে যাবো ঋষিকেশে। সেখানে এসেছেন শুনেছি এক অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ভগবান সত্য সুন্দর বাবা। আমার অ্যাডভকেট্ বন্ধু রমেন ঘোষাল, যিনি ঋষিকেশেই বানপ্রস্থী জীবন যাপন করছেন প্রায় তেইশ বছর—তাঁর চিঠিতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শুভ সংবাদটি পেলাম। আমি তো তোমার বৌদিকে নিয়ে আগামীকাল যাবো বলে আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম। এখন ভালই হ'ল—তুমি আর তোমার বামন অবতারও যাবে আমাদের সঙ্গী হয়ে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সান্ বাঁধানো এক প্রশস্ত অঙ্গনে প্রায় আড়াইশো ভক্ত সমবেত হয়েছে হিমবায়ু-শিহরিত সেই মাঘের সন্ধ্যায়— মথুরাগত পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রবচন শ্রবণ করে নিজেদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে ধন্য ও পবিত্র করার উদগ্র আকাঙ্খায়। কেউ কম্বলে, কেউ বালাপোষে, কেউ বা ধোক্‌রা মোটা আলোয়ানে আপাদমস্তক আবৃত করে, কেবলমাত্র চক্ষু-যোড়াকে উন্মুক্ত রেখে সামীয়ানার নীচে আসন নিয়েও—উত্তরের প্রবল বাতাসের প্রচণ্ড প্রগল্‌ভতায় মাঝে মাঝেই কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল। পণ্ডিতপ্রবর স্বয়ং মাথা কান পাগড়ীতে ঢেকে আজানুলম্বিত মোটা গরম কোট শীর্ণদেহতে ঝুলিয়ে এবং একটা গোটা র‍্যাপারকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলায় জড়িয়ে সরু কণ্ঠদেশকে প্রায় একটি পিপেয় পরিণত করে, আলোকিত মঞ্চের ওপর এসে আসন গ্রহণ করতেই ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠে যখন ঘন ঘন পণ্ডিতজী কি জয়, পণ্ডিতজীকি জয়-ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকল চারিদিক মুখরিত করে, ঠিক সেই মুহূর্তে অধ্যাপক বিনয়রঞ্জন সদলে প্রবেশ করলেন সভাঙ্গনে। হিরন্ময়ী অনেক চেষ্টা করেও নতুন প্যাণ্ট নতুন জামা পরাতে পারেন নি ছেলেটাকে। বহু সাধ্যসাধনার পর শুধু সেই কমলা রং-এর পাঁচ-হাতি চাদরটা গায়ে চড়াতে রাজী হয়েছে সে। চাদরটা গায়ে দিয়েই এক গাল হেসে বলেছে ছেলেটা—'তুমিই আমায় প্রথম গেরুয়া দিলে, মা। এসো তোমাকে একটা প্রণাম করি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলের কথা শুনে চম্‌কে উঠে, তাড়াতাড়ি বুঝিয়েছিলেন হিরন্ময়ী—'ওটা তো গেরুয়া নয় বাবা, চাদরটার রং তো কমলা।' কিন্তু ততক্ষণে, আশ্রম থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেছে জয়ন্ত। হিরণ্ময়ী তাকে যে বলেছিলেন—'এক মস্ত পণ্ডিতের কাছে তোমায় নিয়ে যাবো আজ, তাঁর কাছে তুমি যা জানতে চাও, তাই জেনে নিতে পারবে !' সেই জন্যই সবুর আর সইতে পারছিল না জয়ন্ত কিছুতেই।

দেখা গেল, বর্ষীয়ান দর্শন অধ্যাপককে হরিদ্বারের অনেকেই চেনে এবং বেশ সমীহও করে। বিনয়রঞ্জন অঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াতেই জনা দুই তিন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে 'আইয়ে প্রফেসর সাব্,' বলে সসম্ভ্রমে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো—একেবারে প্রবচন মঞ্চটির ঠিক সাম্নেই।

মথুরাগত পণ্ডিত মহোদয়ের পাণ্ডিত্যের সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু জীর্ণশীর্ণ দেহ বলেই বোধ করি নীচের পাটীর সম্মুখবর্তী চারটি দাঁত তাঁর অনেকদিন আগেই তাঁকে অকালেই পরিত্যাগ করে বিদায় নেওয়ার ফলে, তাঁর উচ্চারণের মধ্যে ফস্‌কে বেরিয়ে আসা ফস্‌-ফসানিটুকু বাগে আনতে পারেন না তিনি কোনক্রমেই ! তবু, ঐ অবস্থাতেও অদম্য আবেগে অনর্গল শ্লোক আবৃত্তি করে চল্‌লেন তিনি বিভিন্ন গ্রন্থরাজি থেকে—নানা সুরে, নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গিমায়। ব্যাখ্যাও করে চললেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সেই অবিরাম আবৃত্তি এবং অনবদ্য ব্যাখ্যা শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ, হতবাক। জয়ন্ত বেশ কিছুক্ষণ পণ্ডিতের মুখনিঃসৃত কথাগুলি মন দিয়ে শোনার পর, পাশে বসে থাকা হিরন্ময়ীর কানে মুখ লাগিয়ে নীচুস্বরে জিজ্ঞাসা করলো—'কই মা, ইনি ভগবান কোথায় থাকেন—তা তো বলছেন না ?' হিরন্ময়ী তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লেন—'চুপ্, এখন কথা বল্‌তে হয় না।' আর, ঠিক এর পরেই ঘটে গেল সেই বিশ্রী কাণ্ডটা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা করতে করতে এক জায়গায় যেই পণ্ডিত মহোদয় বলছেন, 'যিনি বিষ্ণু, তিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, আবার তিনিই নারায়ণ—' অম্‌নি তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠে সজোরে প্রতিবাদ জানিয়ে বস্‌লো এতক্ষণ শান্তশিষ্টের মত বসে-থাকা আধ্-পাগলা ছেলেটা। উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল 'এবাত গলদ্ হ্যায়, পণ্ডিতজী।' অপ্রত্যাশিত এই শিশুকণ্ঠের প্রতিবাদের আকস্মিকতায় কেবল মহামহোপাধ্যায়জীই যে চম্‌কে উঠলেন তাই নয়, সমবেত সমস্ত মানুষই বিস্ময়ে একবারে হতভম্ব হয়ে গেল যেন। অত বড় প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত চূড়ামণির ভুল ধরতে চায় কিনা এক এঁচোড়েপক্ক ছোঁড়া !

চমৎকার হিন্দীতে ছেলেটা আবার বল্‌ল—'বিষ্ণু তো নারায়ণ নন, ব্রহ্মা হচ্ছেন নারায়ণ।' চক্ষু কপালে তুলে পণ্ডিত প্রবর একবার চাইলেন তাঁর বক্তব্যে ভুল ধরার ধৃষ্টতা আছে যে জীবটির, তার দিকে। যখন দেখলেন, একেবারে বাচ্চা, তখন অনেকটা স্বস্তি পেলেন যেন মনে। তারপর, একটা ক্ষমাভরা উদার হাসি হেসে পুনশ্চ প্রবচন আরম্ভ করার উদ্যোগ করতেই জয়ন্ত উচ্চস্বরেই আবার প্রশ্ন করে উঠ্‌ল 'মান্‌লিয়া না মেরি বাত?' এইবার ভ্রূকুঞ্চিত হল পণ্ডিতজীর। বেশ জোর গলায় তিনি জানালেন – 'নেহি।'

'তবু, আপনি বিষ্ণুকেই নারায়ণ বল্‌বেন?'

'জরুর! তুম্ নাদান হো, তুম্ মুর্খ্ হো, তুম্ ক্যাসে জানোগে হামলোগোঁকো শাস্ত্র্মে কেয়া হ্যায়।'

'আমি শাস্ত্রের কথাই বল্‌ছি পণ্ডিতজী।'

'শাস্ত্র্? কৌন্ সা শাস্ত্র্মে অ্যায়সা লিখ্‌খা হুয়া হ্যায়, বাতাও মুঝে।'

'মনুসংহিতায়।'

দর্শন-অধ্যাপক এতক্ষণ ছেলেটার একটা হাত ধরে ক্রমাগত টানাটানি করছিলেন—যাতে বসে পড়ে ও। কারণ, বিষ্ণুই যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণও, একথা তাঁরও অজানা ছিল না। কিন্তু জয়ন্তের মুখে মনুসংহিতার নাম শুনে, তিনি নিজেই উৎসুক এবং কৌতূহলী না হয়ে পারলেন না—ছেলেটা আরও কি বলে তাই শুন্‌তে।

জয়ন্ত অবারিত হিন্দীতেই বলে চল্‌ল—'মনুসংহিতায় নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে যে, নর নামক পরমাত্মার দেহ থেকে জলের সৃষ্টি হয়েছে বলে ঐ জলের আর এক নাম নারা। ঐ জল আবার প্রলয়কালে পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয়। সেই কারণেই পরমাত্মাকে নারায়ণ বলা হয়। সৃষ্টির সময় ব্রহ্মারূপ পরমাত্মা জলে ছিলেন, তাই ব্রহ্মাই প্রকৃত নারায়ণ (মনু১/৯-১২)।'

একটা ছুঁচ্ পড়লেও হয়তো বা তার শব্দ শোনা যাবে—এমনি নিঃশব্দ নিঃস্তব্ধ সারা সভাঙ্গণ। এরই মধ্যে, ছেলেটার কণ্ঠ আবার শোনা গেল—'লিঙ্গপুরাণ পড়েছেন, পণ্ডিতজী? লিঙ্গপুরাণেও আছে—রাত্রৌ চৈকার্ণবে ব্রহ্মা নষ্টে স্থাবর জঙ্গমে। সুপ্বাপান্তসি যস্তস্মাৎ নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ। রাত্রিতে একার্ণবে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হয়ে গেলে, ব্রহ্মা জলের ওপরে নিদ্রিত ছিলেন। সেই কারণেই তাঁকে নারায়ণ বলা হয়। (লিঃ পুঃ ১।৫।৫৯)।'

মহামহোপাধ্যায় উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করছিলেন তুচ্ছ এক বালকের মুখের গুচ্ছ গুচ্ছ অব্যর্থ-লক্ষ্য শরের মত কথাগুলি। ছেলেটা নীরব হতেই পাণ্ডিত্যাভিমানী সহস্র শিষ্য পূজিত পণ্ডিত হঠাৎ কি যে করবেন ভেবে না পেয়ে, চোখের চশমাটাকে এক হেঁচ্‌কায় খুলে নিয়ে, তার একটি লেন্সের ওপর, সম্মুখস্থ টেবিলের ঢাকনার খুঁট দিয়েই সজোরে ঘষতে শুরু করলেন ঐকান্তিক মনযোগ সহকারে।

জয়ন্ত কিন্তু তার বক্তব্যে তখনও পূর্ণচ্ছেদ টানে নি। মুহূর্তের জন্য বিরতি দিয়েছিল মাত্র। এবার সে আবার সবাক হ'ল—'তবে, আমার কিন্তু মনে হয় পণ্ডিতজী, ব্রহ্মা আসলে পরমাত্মাও ছিলেন না, দেবতাও ছিলেন না।' মহামহোপাধ্যায় পুনরায় চশমা তুলে চোখে লাগিয়ে, অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে কোত্থেকে উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আপদটার দিকে তাকিয়ে শুধালেন—'স্বয়ম্ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বারে মে ফির কেয়া কহ্নে চাহ্তে হো তুম্, বৎমিজ্ ?'

অতি স্বাভাবিক স্বরেই ছেলেটা বলল—'ঋগ্বেদই তো আমাদের আদিগ্রন্থ পণ্ডিতজী. সেই ঋগ্বেদ পড়লেই জানতে পারবেন—ব্রহ্মা ছিলেন একজন পুরোহিত।'

পুরোহিত মাত্র ? জগৎপিতা জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা ছিলেন কেবলই একজন পুরোহিত ? ছেলেটার স্পর্ধা তো কম নয়। ব্রহ্মাকে নিয়ে রসিকতা ? চঞ্চল হয়ে উঠল শ্রোতৃবর্গ, গুঞ্জন শুরু হল এখানে ওখানে।

সহসা গর্জ্জন করে উঠলেন মহামহোপাধ্যায়—'কাঁহা হ্যায় আয়সি বাত ঋগ্বেদ্মে ? কৌনসা মণ্ডল. কৌনসা সূক্ত্. ঔর কেত্না নাম্বার ঋক্মে ?'

অবিচল জয়ন্ত অবিকৃত স্বরেই উত্তর দিল—'ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের বিরানব্বই সূক্তের বিংশ সংখ্যক ঋকে দেখতে পাবেন এক জায়গায় আছে—সপ্তসংসদঃ। মানে, ঋগ্বেদের সময় পুরোহিত ছিলেন মাত্র সাতজন। সেই সাতজন পুরোহিতের মধ্যেই একজনের নাম ছিল ব্রহ্মা। অবশ্য ঐ পুরোহিতদের অনেক সময় ঋত্বিকও বলা হত, আবার হোত্রও বলা হত। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে বলা হয়েছে-তুমিই ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক। ঐ সপ্তসংসদ ঃ—মধ্যে যে সাতজন পুরোহিত বা ঋত্বিক ছিলেন, তাঁদের এক একজনের ওপর এক এক ধরণের দায়িত্ব থাকত। কেউ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন, কেউ হোতা হয়ে মন্ত্রপাঠ করতেন, কেউ উদ্গাতারূপে মন্ত্রগান করতেন, কেউ করতেন হব্য প্রস্তুত পোতারূপে, কেউ করতেন অগ্নিতে হব্য প্রক্ষেপ নেষ্টারূপে, রক্ষ হয়ে কেউ করতেন দ্বার রক্ষা, আর ব্রহ্মা করতেন সমুদায় তত্ত্বধারন। তাই, ব্রহ্মার প্রতিপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশি।' 'খামোশ বেয়াকুফ ! যোগ নিদ্রামে মস্ত রহনেবালা ব্রহ্মা কভি ঋত্বিক নেহি থে।' বেশ বোঝা যায়, পণ্ডিতজী রোষ হলেই ফোঁস করেন উহু গালাগালির সা-রে-গা-মা'র ঝংকারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহাস্যেই কিন্তু জবাব দিল ছেলেটা মহামহোপাধ্যায়ের কথার। বল্‌ল—'নিদ্রার কথাতেই এবার আস্‌ছি পণ্ডিত জী! ঋগ্বেদের ঐ পুরোহিত ব্রহ্মাও কিন্তু অধিকাংশ সময়েই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসতেন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলেরই ত্রিশ সংখ্যক ঋক্‌ বল্‌ছে—ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুঃ। সায়ন এই বিশেষণের ব্যাখ্যা করেছেন—নিবৃত্তকর্মত্বাৎ আলস্যযুক্তো ব্রহ্মা ইব। পরবর্তীকালে, যখন সতেরো জন পুরোহিত হল ঐ সাত জনের জায়গায়, তখন ব্রহ্মা নিশ্চয় আরও অনেক বেশি সময় নিদ্রায় মগ্ন থাক্‌বার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঐ নিদ্রাপ্রিয় সদাতন্দ্রাচ্ছন্ন ব্রহ্মা নামধারী পুরোহিতই পরবর্তীকালের দেবতা-ব্রহ্মা হয়েছিলেন। পুরোহিত ব্রহ্মার নিদ্রাই মনে হয় দেবতা-ব্রহ্মারও নিদ্রাকল্পনার এবং সেই সঙ্গে পৌরাণিক প্রলয় কল্পনারও কারণ।'

'প্রলয়কে কাল্পনিক বল্‌ছিস্‌ গাধা? সব কল্পনা?' পণ্ডিতজীর প্রায় পাশেই উপবিষ্ট জনৈক বঙ্গজ বৈষ্ণবাচার্য এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। 'না বলে উপায় কি বলুন? ঋগ্বেদ যে বলছে—একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হয়েছে, একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে (৬।৪৮।২২)। তাহলে মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে আবার পৃথিবীর সৃষ্টি হ'ল কেমন করে? পৃথিবী যে সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র একবারই: এইটেই হচ্ছে আদি বৈদিক মত। সুতরাং স্পষ্টই বুঝতে পারছেন, মহাপ্রলয় আর ব্রহ্মার যোগনিদ্রা দুটিই বেদ-বিরোধী এবং পৌরাণিক কল্পনা।' বঙ্গভাষাভাষী বৈষ্ণবাচার্য তাঁর পরম বৈষ্ণবতার চরম পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন এবার। পরমত সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বজীবে প্রেমই যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা, সেই প্রেম ধর্মেরই অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে, প্রবচন মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়েই গগনবিদরী কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলেন তিনি, 'নিকাল দো, নিকাল দো বাহার এ বিচ্ছুকো, এ রামাধীন, এ শঙ্করা, এ পহলবান্‌!' সঙ্গে সঙ্গে তিন দৈত্যের আবির্ভাব—একেবারে মঞ্চের পাশেই। ঘাড়ের ওপর তিন থাক্‌ চর্ব্বি, ঠোঁট ঢাকা ইয়া ইয়া ঝোলা গোঁফে। পেট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুক, উরুদেশের বেড় প্রায় একই মাপের। হাতগুলো ঠিক যেন এক একখানা আধমণি মুগুর। বলাই বাহুল্য, বৈষ্ণবাচার্য্যের আদেশ পালন করতেই তাদের এই আকস্মিক অভ্যুদয়। একটা ভীষণ কিছু যে ঘটতে চলেছে, তা এতক্ষণের গুঞ্জন-মত্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর আচম্‌কা অস্বাভাবিক রকম নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া থেকেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হিরন্ময়ী আতঙ্কের আতিশয্যে আড়ষ্ট হয়ে গেছেন একেবারে। বিনয়রঞ্জন এবং শৈলজা কি যে করবেন, কি যে বলবেন, তা ভেবে উঠতে পারার আগেই—যমদূতের মতন রামাধীন এসে জয়ন্তের একটা হাত ধরবার চেষ্টা করতেই, সে বিদ্যুতগতিতে নিজের হাতটা এক ঝট্‌কানিতে সরিয়ে নিয়ে, হাল্কা গঙ্গাফরিং-এর মত এক লম্ফে গিয়ে উঠে পড়লো একেবারে প্রবচন মঞ্চের ওপরেই। এই অপ্রত্যাশিত এবং অভাবিত কাণ্ডে বৈষ্ণবাচার্য্যের অবস্থা হল অনেকটা সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রের মত। হয়তো তাঁর হঠাৎ মনে হল—যে ছেলে তিন তিনটি কৃতান্তসদৃশ দ্বারোয়ানকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়ে, অবলীলাক্রমে মঞ্চারোহণ করতে পারে, তার হাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হবার সম্ভাবনাই কি বড় কম? এবং বোধ হয় সেই কারণেই, জয়ন্ত মঞ্চে উঠতেই, মঞ্চের ওপর থেকে পড়ি কি মরি করে, সমবেত ভক্তসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বৈষ্ণবাচার্য্য। মহামহোপাধ্যায়ের পক্ষ হয়ে কথা বলতে গিয়ে, এমন প্রাণঘাতী অবস্থায় যে তাঁকে পড়তে হবে—একি তিনি ভাবতেও পেরেছিলেন একবার। বালকদের বিশ্বাসনৈব কর্ত্তব্যম্। বালক কৃষ্ণই না সাংঘাতিক শক্তিধর কংসকে ধ্বংস করেছিল!

অতি ক্ষীণদেহী পণ্ডিতজী, তাঁর গোটা একটা র‍্যাপার জড়ানো পিপের মত হয়ে ওঠা গলাটার মধ্যে থেকে উদ্‌ভ্রান্ত এক আওয়াজ বের করে শুধালেন—'ইঁহা কিঁউ আয়া?'

'আসবো না?' ক্ষুব্ধ জয়ন্ত বল্‌ল—'তোমার কাছে না আসতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারলে, তোমার ঐ মোষের মত দেখতে গুণ্ডারা কি এতক্ষণ আমায় আস্ত রাখতো।' একবার থামলো ছেলেটা। তারপর ক্ষুন্ন অভিমানের সুরে পুনর্বার প্রশ্ন করলো সে—'আমি কি দোষ করেছি পণ্ডিতজী যে, তুমি আমার পেছনে ঐ পালোয়ান তিনটেকে লেলিয়ে দিলে ?'

ক্রোধারক্ত চক্ষুতারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মহামহোপাধ্যায় আবার তর্জন আরম্ভ করলেন—'আলবৎ তুমনে অপরাধ কিয়া, বেশক তুম্‌নে গুণা কিয়া। জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মাকো তুম্‌নে অপ্‌মান কিয়া নেহি ? ভগবান বিষ্ণুকো তুম্‌নে গাড্‌ডা মে গিরায়া নেহি ?

'কিন্তু আমি যা কিছু বলেছি, তার কোনটাই তো আমার নিজের কথা নয়, পণ্ডিতজী ! সবই তো শাস্ত্রে লিখে গেছেন ঋষি-মুনিরা, আমাদের পূজনীয় পূর্বপুরুষরা !'

ছেলেটার কথা ভালভাবে শেষ হবার আগেই, মহামহোপাধ্যায় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, 'বেশরম, বুঁজদিল, জাহন্নম কা কীরা' বলেই কষিয়ে দিলেন তাঁর হাড্‌ডি সার হাতের এক প্রচণ্ড চড় কচি ছেলেটার কোমল গণ্ডে। মুহূর্তে রক্তাভ হয়ে উঠল নরম পেলব গাল। দুই চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো অশ্রুধারা কপোল বেয়ে। তবু জয়ন্ত নড়লো না কিন্তু এক পাও। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে থেমে থেমে সে কেবল বলতে থাকলো—'তুমি আমায় মারলে পণ্ডিতজী ? তুমি মস্ত জ্ঞানী পুরুষ, তাই তোমার কাছে এসেছিলাম আজ ভগবানকে কোথায় গেলে পাওয়া যায়—তাই জানতে। এখন বুঝতে পারছি—নতুন মা আমায় ভুল জায়গায় নিয়ে এসেছে।' অভিমানের অতিশয্যে হঠাৎ কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল জয়ন্তর। সামান্য নীরবতার মধ্যে নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে। পুনশ্চ বলল সে—'পণ্ডিতজী, আমার মা বলে—ভগবানকে পেতে গেলে আগে মনটাকে শিশুর মত সহজ সরল করে তুলতে হবে, সেখানে একটু অহংকারও যদি লুকিয়ে থাকে কোথাও, তাহলে ভগবানের দর্শন পাবে না কখনও। তুমিও ভগবানের খবর যে রাখো না, সেটা আমি ভালভাবেই ধরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলেছি তোমার পাণ্ডিত্যের দম্ভ দেখে। যে নিজেই জানে না ভগবান কেমন, তার কাছ থেকে আমি কেমন করে পাবো ভগবানের ঠিকানা?'

'তুমারা মানে তুম্‌কো গল্‌দ্ সম্‌ঝায়া। বিদ্যা নেহি রহ্‌ নেসে জ্ঞান কাঁহাসে আয়গা। বেগর জ্ঞান কোই ইন্‌সান্ কভি ভগওয়ানসে মিল্‌ সাক্‌তা?'

'বেশ, স্বীকার করলাম আমার মা না হয় ভুলই বুঝিয়েছে আমাকে। কিন্তু বাইবেল? বাইবেলও কি ঐ একই কথা লেখা নেই পণ্ডিতজী? বাইবেল্ কি বলেননি—The kingdom of Heaven is revealed unto babies, but hidden from the wise and prudent?

দর্শন-অধ্যাপক এতক্ষণ অসীম বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখ্‌ছিলেন সব কাণ্ডকারখানা, শুনছিলেন এক চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের অকল্পিত-পূর্ব কথাগুলি। জয়ন্ত নীরব হতেই, এবার তিনি তাড়াতাড়ি উঠে এসে তাকে দুইহাত ধরে মঞ্চ থেকে নামিয়ে এনে, একেবারে জড়িয়ে ধরলেন নিজের বুকের মধ্যে। ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলতে শোনা গেল তাঁকে—'তুমি যা সত্য বুঝেছ, তাই বলেছ। তোমাকে যে মারলো, সে না বুঝে সত্যকেই আঘাত করলো। তুমি তবু অনন্ত, তবু তুমি তুলনারহিত।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে বিনয়রঞ্জন, হিরন্ময়ী এবং শৈলজা হিরন্ময়ী আশ্রমের যে ঘরটিতে উঠেছিলেন, সেই ঘরে নিদ্রা ভুলে মধ্যযাম পর্য্যন্ত বসে রইলেন জয়ন্তকে ঘিরে। শৈলজা নিজের হাতে অনেকক্ষণ তেল মালিশ করে দিয়েছেন ছেলেটার গালে, আর নীরবে চোখের জল ফেলেছেন। হিরন্ময়ীও অশ্রুভরাক্রান্ত নয়নে নিঃশব্দেই হাত বুলিয়ে চলেছিলেন জয়ন্তের পিঠে ও মাথায়। এই দুই সন্তানহীনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারীর জীবনে জয়ন্তকে কেন্দ্র করে যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব মাতৃত্বের অনুভূতি আজ সজাগ, সরব, সরস হয়ে উঠেছিল অতি অকস্মাৎ, মহামহোপাধ্যায়ের নির্দয় ব্যবহার সেই অনুভূতিকেই যেন আরও উচ্ছলিত করে তুলেছে শতগুণ।

স্নেহসিক্ত স্বরে অধ্যাপক জিজ্ঞেসা করলেন, 'আচ্ছা দাদাভাই, তুমি এত ভাল সংস্কৃত শিখলে কার কাছে?'

'সূর্য্য পণ্ডিতের কাছে। আমার যখন 'আট বছর বয়েস, আমি বাবাকে বললাম—বাবা, আমি মায়ের মত স্তোত্র পাঠ করবো, সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তোমাকে শোনাব।'

'তোমার মা বুঝি খুব ভাল স্তোত্র পাঠ করতে পারেন?'

'তা আবার পারে না? তিন তলার পূজোর ঘরে বসে এখনও মা রোজ কি সুন্দর যে স্তোত্র পড়ে সুর করে, শুন্‌লে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে।' 'তুমি যখন সংস্কৃত শিখতে চাইলে, তখন তোমার বাবা কি বললেন?' 'কি আবার বলবে? আমরা তো তখন ঢাকায় ছিলাম! বাবা পগোজ স্কুলের সূর্য্য পণ্ডিতকে ঠিক করে দিলেন আমায় সংস্কৃত শেখাতে।' 'আর হিন্দী? হিন্দীও তো দেখলাম তুমি আমার চেয়ে ভালই বলতে পারো দাদাভাই। তা, হিন্দী শিখলে কার কাছে?'

'বাঃ, বাবার সঙ্গে দুই বছর সিমলায় ছিলাম না? সেখানেই তো বাবার চাপরাশী, আর্দালী, পিওন, সেন্ট্রি, বডিগার্ড সবার সঙ্গে হিন্দী বল্‌তে বল্‌তে হিন্দী শিখে ফেলেছি।'

'কিন্তু, এত স্মরণ শক্তি তুমি এইটুকু বয়সে কেমন করে পেলে দাদাভাই? ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, লিঙ্গপুরাণ—এসব তুমি মুখস্থ করে রেখেছো?' 'কেমন করে যে মনে থাকে, তা তো আমি জানিনে দাদু! তবে, মন দিয়ে যেটা দু-তিনবার পড়ি, তা আর ভুলে যাই না কিছুতেই আর, ঋগ্বেদ, লিঙ্গপুরাণ, মনুসংহিতার কথা বলছো, ওগুলোর সব কি আমি পড়েছি ভাবছো? আমার মোহিত দাদাবাবু আমাকে ঐ রকম সব বড় বড় বই থেকে অনেক শ্লোক শোনায়, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার মানে বলে দেয়। যেগুলো ভাল লাগে, মনের মধ্যে একেবারে গাঁথা হয়ে যায়।'

'মোহিত দাদাবাবুটি কে ?'

'আমার মার ছোট মামা। প্রথম মহাযুদ্ধে মিলিটারিতে নাম লিখিয়ে অনেক দেশ বিদেশ ঘুরে এসেছিল। জানো মোহিত দাদাবাবুদের যুদ্ধের শেষে যখন ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিল, তখন পঞ্চম জর্জ হ্যাণ্ডশেক্ করেছিল দাদাবাবুর সঙ্গে। তারপর, দেশে ফিরেই, পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলেগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে মস্ত বড় চাক্‌রী পেয়েছিলেন। জানো দাদু, মোহিত দাদাবাবু না—চিরকুমার। রাত নেই, দিন নেই—কেবল পড়াশোনা করে।' এই পর্য্যন্ত বলার পর, মুহূর্ত্তের জন্য থেমে, হঠাৎ হাত দিয়ে নিজের ঠোঁট দুটো ঢেকে—ফিক্ করে একটু হেসে নিল ছেলেটা। হিরন্ময়ী তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতেই প্রশ্ন করলেন—'কি হল, হঠাৎ হাসি পেলো যে ?' মুচকি হাসতে হাসতেই জয়ন্ত শুধালো—'আচ্ছা মা, পণ্ডিতেরা কি সবাই পাগল হয় ?'

শৈলজায়া তাড়াতাড়ি বোঝাতে চেষ্টা করলেন ছেলেটাকে যে, পণ্ডিতদের সম্বন্ধে অমন করে বলতে হয় না। কিন্তু জয়ন্ত থামলো না সে কথায়। সে বলে উঠল—'পাগল না বলে, কি বলবো বলো তো দিদিমা ! এই হ্যাখো না—ঐ সূর্য্য পণ্ডিতের কথা বলছিলাম না ? যার কাছে আমার হাতে খড়ি হয়েছিল সংস্কৃততে ? সে আমায় আশীর্ব্বাদ করতো কেমনভাবে জানো ? আমার পেটে বেতের খোঁচা দিয়ে। আবার দেখলে না আজকের ঐ পণ্ডিতকে ? আমি শাস্ত্রে যা লেখা আছে, তাই বললাম। আর, সঙ্গে সঙ্গে আমার গালে বসিয়ে দিল একটা চড় ?'

দর্শন অধ্যাপক এবার হো হো করে হেসে উঠে বললেন—'ঠিক বলেছো দাদাভাই, অবিকল ঠিকটি বলেছো। পণ্ডিতরা কিছুটা পাগলের মতই হয় বটে।' সমর্থন পেয়ে আরও বেশী উৎসাহের সঙ্গে শুরু করলো জয়ন্ত—'বোধ হয় পাগল বলেই, মনে হয়, কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিতের কথার সঙ্গে কোন পণ্ডিতের কথারই মিল নেই—তাই না দাদু ?' 'সে কি কথা দাদাভাই ? পণ্ডিতদের কারও কথার সঙ্গে কারও কথার মিল নেই, এমন সাংঘাতিক সত্যটা তুমি আবার আবিষ্কার করলে কোথা থেকে ?' 'এই ছ্যাখো না, ওম্ কথাটা।' উদ্দীপিত আবেগে বলে চলল ছেলেটা—'যোগ সূত্রকার বলেছেন—তস্য বাচকঃ প্রণবঃ (১/২৭), অর্থাৎ ওঁ বললে ঈশ্বরকেই বোঝানো হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদও বলছে ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বং। ওঁকারই ব্রহ্ম, এ সংসারে সবকিছুই ঐ ওম্‌কার (৮/১) অথচ, এক ছান্দোগ্য উপনিষদেই ওম্-এর মানে করা হয়েছে ছয়-সাত রকমের। কখন বলা হয়েছে ওম্ মানে মন, কখন বলা হয়েছে কায়, কখন উদ্গীথ (১/১), কখন শ্বাস (৭/২), কখনও বা বলা হয়েছে ওম্ মানে বাক, ওম্ মানে শব্দ (২/২৩), আবার ঐ ছান্দোগ্যই বলছে ওম্ মানে মিথুন (১/৬)। ওদিকে মৈত্রী উপনিষদও এক-বার বলছে ওম্ মানে রথ (২/৬০). একবার বলছে জ্যোতি (৬/২৫), আবার বলছে জল (৬/৩৫)। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, যে কিনা অমন চমৎকার কথাটা বলল—ওঁকারই ব্রহ্ম, সেই আবার আর এক জায়গায় বলে বসল—ওম্ মানে রস (২/৭)। এবার চেয়ে ছ্যাখো অথর্ব্ববেদ সংহিতার দিকে।—সেখানে দেখবে একবার নয়, দু-দুবার লেখা হয়েছে ওম্ মানে সেতু (৬/১০, ৮/৪)। এখন তুমিই বলো দাদু—এক পণ্ডিতের কথার সঙ্গে আর এক পণ্ডিতের কথা মিল্‌ছে কি ?'

বিস্ময়বিহ্বল বিনয়রঞ্জন আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন—'তা তো মিলছে না, কিন্তু······'

'কিন্তু কি দাদু ? আরও আছে মজা শোনই না। ওম্ শব্দের মধ্যে নাকি তিনটে অক্ষর আছে—অ, উ আর ম। এবার শোনো কোন্ পণ্ডিত এই তিন অক্ষরের কি কি অর্থ করছে। মনু বলছে—ঐ অকার, উকার, মকার এবং ভূঃ, ভুব, স্ব-কে ব্রহ্মা নাকি তিন বেদ থেকে উদ্ধার করেছেন (২/৭৬)। লিঙ্গপুরাণ কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭ম অধ্যায়) বলছে অন্য কথা। সে বলছে—অকার স্বরূপ ব্রহ্মা, উকার স্বরূপ বিষ্ণু, আর মকার স্বরূপ রুদ্র উৎপন্ন হয়েছেন। কিন্তু নাদবিন্দু উপনিষদ তা বলছে না। বলছে—ওম্, আকারো দক্ষিণ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ। মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধ মাত্রা শিরস্তথা (১)। অকার দক্ষিণ, উকার উত্তর পক্ষ, মকার তার পুচ্ছ এবং অর্দ্ধ মাত্রা হচ্ছে মাথা। আবার যোগী যাজ্ঞবল্ক্য কি লিখেছে জানো? সে লিখেছে, বর্ণত্রয়াত্মিকা হ্যেতে রেচক পূরককুম্ভকাঃ। স এব প্রনবঃ প্রোক্তঃ……। রেচক, পূরক ও কুম্ভক, এরা তিনটি বর্ণাত্মক, এই তিন বর্ণ ই হচ্ছে প্রণব। এরপর আরও জানতে চাও দাদু?' বলে খিল্ খিল্ করে খুব একচোট হেসে নিয়ে, আবার সে বলল—'ওধারে গোরক্ষ সংহিতায় দেখতে পাবে লেখা আছে—ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং… । আদ্যাশক্তি স্বরূপ ওম্ থেকে তিনটি শক্তির সৃষ্টি হয়েছিল—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি আর জ্ঞানশক্তি। কেবল কি আমাদের দেশেই ওম্-এর মানে নিয়ে এমনি এক এক পণ্ডিতের এক একমত? তা কিন্তু নয়। তিব্বতে অর্থাৎ ভোট দেশের বৌদ্ধদের মধ্যেও অনেকেই তাদের ধর্মেকর্মে ওম্-হন্-হুং শব্দটি উচ্চারণ করে দেখতে পাবে। তাদের মতে ঐ তিনটি শব্দের অর্থ বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘ। আর প্রাচীন মিশরে? আমাদের দেশে যেমন অ-উ-ম এই তিন বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা ইত্যাদি বোঝাবার চেষ্টা করেছে অনেকে, প্রাচীন মিশরীরাও ঠিক তেমনি আমৌন্-রা. আমোননিউ এবং সিবেক-রা শব্দ উচ্চারণ করতো ঈশ্বরেরই তিন রূপ কল্পনা করে। আবার এই তিন রূপকেই প্রাচীন গ্রীক্‌রা বলতো জুপিটর, নেপচুন আর প্লুটো—আমার মনে হয়।' একটু থামলো জয়ন্ত। তারপর, প্রশ্ন করলো সে—'এইবার বুঝতে পারছো দাদু, পণ্ডিতদের কেন পাগল বলেছিলাম? ওদের একজনের কথা কখনও আর একজনের কথার সঙ্গে মিলবে না।'

মুগ্ধকণ্ঠে বিনয়রঞ্জন বললেন—'কিন্তু, দাদাভাই, যেসব কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি শোনালে এতক্ষণ, তা শুনে তোমাকেও যে আমার পণ্ডিত বলেই ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছে ! 'ঝপ্ করে নিজের দুই হাত অধ্যাপকের পায়ের ওপর রেখে প্রায় কেঁদে ফেলল একটু আগে হেসে গড়িয়ে পড়া ছেলেটা। কাঁদো কাঁদো সুরেই বলতে লাগল সে, 'না, দাদু, না। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় পণ্ডিত বোলো না, আমি কখনও পণ্ডিত হতে চাই না। পণ্ডিতরা, যা নিজেরা কিছুই বোঝে নি, তাই, বিদ্যার দাপটে, শব্দের পর শব্দ মিথ্যা কল্পনায় সাজিয়ে, অন্যদের বুঝাবার চেষ্টা করে কেবল মোটা মোটা বই লেখে। সেই-জন্যেই তো বাইবেল ঐ কথা লিখেছে দাদু 'The kingdom of Heaven is revealed unto babies, but hidden from the wise and prudent !' আমি ভগবানের খোঁজে বেরিয়েছি দাদু,—মা, বাবা, দাদা, বোন সবাইকে ছেড়ে। আমায় পণ্ডিত বললে, ভগবান যে আর আমাকে কোনদিন দেখা দেবে না। সূর্য্য পণ্ডিত বলতো—পণ্ডিতরা সব ভণ্ড, ভণ্ডদের ধারে কাছে কি কখন ঈশ্বর আসে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন, সকাল ন'টা বাজবার আগেই, কোনমতে পেটে কিছু ফেলে, সস্ত্রীক বিনয়বাবু বাসে চেপে বসলেন তাঁর পরম বিস্ময়ের বস্তু বামন অবতার এবং হিরন্ময়ী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু ঐ ছেলেকে নিয়ে কোথাও কি স্বস্তিতে থাকার উপায় আছে ? চলন্ত বাসের মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেল এক তুলাকালাম কাণ্ড ! কপালে সাদা আর লালের বেশ পরিপাটি তিলক কাটা, গরদের কাপড় আর চাদর গায়ে দেওয়া, এক কুচ্‌কুচে কালো মেধবহুল বাবাজী— অধ্যাপককে দেখতে পেয়েই হৈ হৈ করে উঠলেন পেছনের একটা সিট্ থেকে—'আরে মাষ্টারজী যে, কোথায় চললেন ?' বলেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি কষ্টে নিজের আড়াইমণী বপুটিকে তুলে এনে, ধপাস করে এসে বসে পড়লেন একেবারে বিনয়বাবু এবং জয়ন্তের ঠিক পাশেই। বিনয়রঞ্জন বললেন—'একটু ঋষিকেশে যাচ্ছি ভাই। তা আপনি যাচ্ছেন কত দূর?' কপালে যোড়হাত ঠেকিয়ে বাবাজী উত্তর দিলেন—'এই চলেছি একটু ভগবানজীকে দর্শন করতে ঋষিকেশেই।' অমনি সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত অধীর উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে কৌতূহল-বিহ্বল স্বরে প্রায় চিৎকার করে উঠল—'কোথায় যাচ্ছ বল্‌লে? ভগবানের কাছে?'

'হ্যাঁ বাবা', বাবাজী পুনর্ব্বার দুই হাত যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বল্‌লেন—'স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে ঋষিকেশে, তাঁরই চরণধূলো নিতে এই অধম যাচ্ছে আজ।'

'স্বয়ং ভগবান? শুনছ দাদু, এই লোকটা কি বল্‌ছে? বল্‌ছে ঋষিকেশে নাকি স্বয়ং ভগবান এসেছে? তবে চলো না, আমাকে সেখানে নিয়ে।'

বিনয়রঞ্জন জান্‌তে চাইলেন—বাবাজী কার কাছে যাচ্ছেন ঋষিকেশে।

'কার কাছে আবার? শোনেন নি, ঋষিকেশে যে ভগবান সত্যসুন্দর বাবা এসে অবস্থান করছেন প্রায় ষোল দিন হল। আজ তাঁর শুভ জন্মদিন, আজ সেখানে এলাহি ব্যাপার, শতশত ভক্ত এসেছে দেখতে পাবেন রাজস্থান থেকে, হায়দ্রাবাদ থেকে, কল্‌কাতা থেকে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী' ফ্রান্স—সেখানকার ভক্তরাই কি কম এসেছে ভেবেছেন? আজ বড় শুভ দিন, এই দিনেই ভগবান জন্ম নিয়েছিলেন দুঃখশোকভরা পৃথিবী......'। এই পর্য্যন্ত মাত্র বলছেন বাবাজী, আর সঙ্গে সঙ্গে হেসে বাসের সিটের ওপরেই প্রায় লুটিপুটি আরম্ভ করে দিল জয়ন্ত—। হাস্‌তে হাস্‌তে কেবলই বলতে লাগলো—'জন্মদিন?' 'কি বল্‌লে? ভগবানের জন্মদিন?' সারা বাসের সমস্ত যাত্রীর সঙ্গে বাবাজীও একেবারে হতবাক। কিছুক্ষণ বিরক্ত দৃষ্টিতে হেসে গড়াগড়ি খাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে, বিরক্তি নিয়েই প্রশ্ন করলেন তিনি —'কি হল ? ভগবানের জন্মদিন বলেছি—তাতে এত হাসির কি আছে ?' 'হাসির কিছু নেই ? আচ্ছা বাবাজীমশাই, যার জন্ম হয় তারই মৃত্যু হয়, এ কথা তুমি মানো ?'

'তা আবার মান্‌বো না কেন ?'

'তবে তোমার ঐ ভগবানও তো মরবে একদিন ?'

'কি আশ্চর্য্য ! মরবে না ? কেউ কি অমর হয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে ?'

'তবে ? তবে তুমি কেন বল্‌ছো—তোমার কথায় হাসির কিছু নেই ? ভগবানের আবার জন্মদিন মৃত্যুদিন আছে নাকি ? ভগবান যে অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়—তাও জানো না বুঝি ? ঐ সত্যসুন্দরকে ভগবান না বলে, তুমি যদি সাধু বল্‌তে যদি বল্‌তে মহাপুরুষ, আমার হাসি আস্‌তো না নিশ্চয়ই। যার জন্ম-দিনের উৎসব হয়, তাকে ভগবান বল্‌লে কে না হাসবে বলো ?'

বাসের মধ্যে বাবাজী ছাড়াও আরও কিছু সত্যসুন্দরের ভক্ত চলেছিলেন ঋষিকেশে, তাঁদের মধ্যে থেকে এক কল্‌কাতার মাড়োয়ারী উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন অচিরেই—'ভোগবানের জোন্মোৎসব হোয় না ? কিষেণজীর জোন্মোৎসব জন্মাষ্টমী হোয় না ? রামজীর রামনোবোমী হোয় না ?' 'তা তো হয়ই ! হবে না কেন ? তাঁরা যে মানুষ ছিলেন ! মানুষের জন্মোৎসব হবে না ?'

'মানুস্ ছিলেন। রামজী, কিষেণজী মানুস্ ছিলেন। কি বুরবকের মত বাত বোলছো তুমি ?' 'ছিলেনই তো ! মথুরার কৃষ্ণের জন্মস্থান গ্যাখো নি ? গ্যাখোনি কৃষ্ণের মৃত্যুস্থান প্রভাসে ? যে অযোধ্যায় রাম রাজা ছিলেন, সে অযোধ্যা গ্যাখো নি ? এম্‌নি বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, মহাবীর—তাঁদের সকলেরই জন্ম আর মৃত্যু-স্থানের কথা তো লেখা রয়েছে ইতিহাসে। কিন্তু, ভগবানের জন্ম আর মৃত্যু কোথায় হয়েছিল—সে কথা কি কোথাও লেখা আছে বল্‌তে পারো ?' মাড়োয়ারী ভক্ত একটু হোঁচট খেলেন যেন মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হল জয়ন্তের শেষের কথাগুলি শুনে। সত্যিই তো! ভগবান বলে কারুর জন্ম বা মৃত্যু-ইতিহাস তো জানা নেই তাঁর!

কিন্তু রোমশ এবং ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল বপু যাঁর, সেই তিলক চর্চিত বাবাজীকে থামিয়ে দেওয়া কি এতই সহজ? তিনি গাঁক্ গাঁক্ করে উঠ্‌লেন—'নাক্ টিপলে এখনও দুধ বেরোয়, আর ও বলছে কিনা কৃষ্ণ ভগবান ছিলেন না, রাম ভগবান ছিলেন না। তবে তাঁরা এত লোকের পূজো পাচ্ছেন কেমন করে?'

'পূজো তো চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সবাই পান আজ, তাঁরা কি মানুষ ছিলেন না? যে মানুষদের মধ্যে দিব্য ভাব দেখতে পাওয়া যায়, সেই মানুষকেই পরে একদিন দেবতা জ্ঞানে লোকে পূজো করে। আমার মোহিত দাদাবাবু এই কথা বলে। এই ধরো না—ইন্দ্র। ঋক্ সংহিতা এবং অন্যান্য বেদ যদি পড়ো,—দেখতে পাবে সেখানে ইন্দ্রের জন্মকথা। তাঁর বাবা-মা—সব আছে। আবার সেই ইন্দ্রকেই পরবর্ত্তী আর্য্যরা কেমন দেবতা করে তুলেছে অজস্র ঋক-এ আর শ্লোকে তাঁর স্তুতি করে। আর, তারও অনেক পরে, সেই ইন্দ্রকেই একেবারে অমর, অজর অক্ষয় বলে ঘোষণা করেছে বৈদিক ঋষিরা। কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (৩।২) আছে—ইন্দ্রই প্রাণ। তিনিই প্রত্যজ্ঞাত্মা। সেই প্রত্যজ্ঞাত্মার ধ্যান করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় (তৈত্তিরীয় সংহিতা—৩।১।১)। আজকে তোমরা যাঁকে বিশ্বকর্মা বলে পূজো করো—তিনি তো শিল্প কুশল ত্বষ্টা ছিলেন একদিন। হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠলেন বাবাজী তাঁর উদর অলাবু কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, খিঁক খিঁক শব্দে। বললেন—'শুন্‌ছ সবাই মুচিতে পেকে যাওয়া ছোঁড়াটার কথা? ত্বষ্টার নামই শুনিনি জীবনে, সেই ত্বষ্টা নাকি আমাদের ভাদ্র সংক্রান্তির বিশ্বকর্ম্মা। এমন রামছাগল কি কোথাও দেখেছেন?'

'ত্বষ্টার নাম তুমি না শুনলে কি হবে? ঋগ্বেদ যে পড়েছে, সেই তাঁর নাম জানে। বিশ্বকর্মা অর্থাৎ এখনকার মিস্ত্রীকুলের আরাধ্য দেবতা 'বিশ্‌করম্'—ত্বষ্টারই নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তা বাপু, এমন কথা তো আমরা সাতজন্মে শুনিনি। কোথাকার কোন ত্বষ্টা হয়ে গেল বিশ্বকর্মা? একি মগের মুল্লুক? দেবতাদের নিয়ে যার যা খুশি বল্‌লেই হল'? আমি মশাই কুলটীতে কাজ করি। প্রতি বছর ফুল চড়াই বিশ্বকর্মাকে ভাদ্র সংক্রান্তিতে। বিশ্বকর্ম্মাকে নিয়ে ওসব ম্লেচ্ছামি আমি সইবো না।' মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের পাশে বসা এক জুল্‌পীওলা বাব্‌রীচুলো, বাঁশপাতার মত হেংলা চেহারার ছোক্‌রা শাসিয়ে উঠ্‌লো—দুই বার শূন্যে ঘুষি নাচিয়ে।

জয়ন্ত বলল —'ও; বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি যে, ত্বষ্টা একজন মস্ত কাঠের মিস্ত্রি ছিলেন। ঋগ্বেদ বল্‌ছে, তিনি ছিলেন ঋভুগণের গুরু। ঐ ঋভুগণই অশ্বিন্‌দ্বয়ের জন্য সর্বত্রগামী অতিসুন্দর রথ তৈরী করেছিলেন (১।২০।৩)। ত্বষ্টা যে কাঠের হাতা (চমস) বানিয়েছিলেন, ঋভুগণ সেই একখানা কাঠের হাতাকে চারখানা করেছিলেন (১।২০।৬)। সায়ন তো স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন—তক্ষণ ব্যাপার কুশলস্য ত্বষ্টু শিষ্যা ঋভবঃ। এর মানে হচ্ছে—ঋভুগণ ত্বষ্টা নামের জনৈক অতি উৎকৃষ্ট কাষ্ঠশিল্পীর প্রধান শিষ্য ছিলেন। ঋগ্বেদে, এই ত্বষ্টার কন্যার যে বিবস্বৎ-এর সঙ্গে মহাসমারোহে বিয়ে হয়েছিল, তাও আছে। আরও আছে যে, এই বিয়ের ফলে ত্বষ্টা-কন্যা যমের মা হতে পেরেছিলেন (১০।১৭।১)। সুতরাং দেখ্‌ছ, যমও একজন মানুষই ছিল প্রথমে। মজাটা বোঝ তাহলে! যে ত্বষ্টার মেয়ে ছিল, জামাই ছিল, তাকেই ঋগ্বেদেরই অনেক জায়গায় একেবারে পরমেশ্বরের কাছাকাছি করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কি কাণ্ড বলো তো? আসলে কি জানো, সেই মানুষ ত্বষ্টাই, যিনি কেবল পরম কুশলী সূত্রধরই ছিলেন না, ছিলেন মস্ত একজন অস্ত্র-নির্মাণকারী লৌহশিল্পীও (ঋগ্বেদ, ১০।৪৮।৩, ১০।৫৩।৯), তিনি আজ বিশ্বকর্মারূপে পূজো পাচ্ছেন আমাদের ঘরে ঘরে। লক্ষ্য করে দ্যাখোনি, আজও পুরীতে যে মিস্ত্রি-প্রধান জগন্নাথের রথযাত্রার সময়ে তিন খানি রথ তৈরীর দায়িত্ব নেয়, তাকেও বলা হয় বিশ্বকর্মাই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তবে কি তুই বল্‌তে চাস্ শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, তুই অশ্বিন—এরাও ভগবান নয়?' দাঁত কিড়মিড় করে জিজ্ঞেসা করলেন বাবাজী। 'আবার ভগবান বলছো? ভগবান তো নয়ই, ওঁরা কেউ দেবতাই ছিলেন না ওঁদের জীবিতকালে। ওঁরা সবাই মানুষ ছিলেন।' 'প্রমাণ দিতে পারিস?' কুলটী-কর্মী ঝাঝিয়ে উঠল। 'নিশ্চয় পারি। বলছিতো, ভগবান অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়—! তার আবার দেহ থাকে নাকি? দেহতো পুড়োলেই ছাই, সে তো নশ্বর। আর ভগবান অবিনশ্বর। কিন্তু, জানো না—মাউণ্ট আবুর দিলওয়াড়া থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব্বে অচলগড় দুর্গ এবং যে অচলেশ্বর মন্দির আছে, সেখানে শিবের পায়ের নখ রাখা আছে বলে সবাই বলে। যাঁর পা আর পায়ের নখ ছিল—তিনি তো মানুষই! শ্রীলংকার নাম শুনেছ তো? সেই শ্রীলংকার দক্ষিণে ৭৪২০ ফুট উঁচু যে সোমগিরি বা সোম শৈল আছে, সেই পর্বতের ওপরে যে পায়ের ছাপটি আছে, আজও হিন্দুরা বলে, সেটা নাকি মহাদেবের পায়ের ছাপ। উত্তর কাশীতে শক্তিমন্দিরে, যে মস্ত ত্রিশূলটি নিত্য পূজিত হয়, সকলেই বলে, ওটা শিবের নিজের ব্যবহার করা ত্রিশূল। তাহলে বুঝতেই পারছো। যাঁর পায়ের নখ আজও নাকি রক্ষিত, যাঁর পায়ের ছাপ পড়েছে পাহাড়ের ওপরে; যাঁর হাতের ত্রিশূল পাওয়া যাচ্ছে বলে লোকে পুরুষপরম্পরা যুগযুগ ধরে বলে আসছে; যাঁর বাসস্থান ছিল তিব্বতের কৈলাস অঞ্চলে বলে সবাই জানে; যিনি মানুষ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা গৌরী বা সতীকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি তাঁর জীবিতকালে—তোমার আমার মতই যে একজন মানুষ ছিলেন, তাতে আবার সন্দেহ কি? পরে তাঁকে দেবতা বলে পূজো করেছে মানুষরা তাঁর দিব্য ভাব আর অনন্য সাধারণ প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে, যেমন করেছে বুদ্ধ, যিশু, গৌরাঙ্গ আর শ্রীরামকৃষ্ণকে। ঐ বুদ্ধ-যিশু-গৌরাঙ্গ-রামকৃষ্ণের মতই জীবিত অবস্থায় শিবকেও তাঁর সমসাময়িকদের কাছে যে কত অপমান, অবজ্ঞা আর গঞ্জনা সইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছিল, তা কি তোমার জানা নেই ?' 'আর, ইন্দ্র অগ্নি-অশ্বিন্ দুজনা ? তাঁদের সম্বন্ধে তোর কি বলার আছে বল, আগে শুনেনি, তারপর বোঝাচ্ছি তোকে বিশ্বকর্মাকে ছুতোর ত্বষ্টা, আর, ভগবান শিবকে মানুষ বলার মত ডেঁপোমির ফলটা কি হতে পারে।' কুলটী—শ্রমিকের শাসানি।

বাসশুদ্ধ যাত্রীকে বিস্মিত করে দিয়ে জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল—'আচ্ছা, যা সত্যি, তা শুনলে তোমরা এত চটো কেন বলোতো ? ইন্দ্র সম্বন্ধে আমি আগেই তো বলেছি—তিনিও যতদিন বেঁচে ছিলেন—এক ভয়ঙ্কর বীর যোদ্ধা পুরুষ হিসেবেই গন্য ছিলেন। তাঁর বাবার নাম নিষ্টিগ্রী (ঋঃ ১০।১০১।১২), মার নাম একাষ্টকা (অথর্ব ৩।১০।১২), ঋক্ সংহিতার মতে ইন্দ্রের পত্নী ছিলেন ইন্দ্রানী (ঋঃ ১।২২।১১), আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছে—ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম প্রসহা (ঐঃ ব্রাঃ ৩।২২), ইন্দ্রের পুত্রদের নামও পাচ্ছি আমরা—জয়ন্ত, ঋষভ আর মীঢ্ব। ইন্দ্র মানুষ ছিলেন বলেই গুরুপত্নী অহল্যার অসম্মান করতে দ্বিধা বোধ করেননি। অতবড় গণহত্যাকারী তাঁর সময় তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এই ভারতের সহস্র সহস্র নিরীহ আদিবাসিকে অনার্য, দস্যু এই সব আখ্যা দিয়ে হত্যা করে তিনি বীর নাম কিনেছিলেন স্বজাতির লোকদের কাছে, প্রাচীন ভারতবাসীদের অসুর নাম দিয়ে তাদের লৌহনির্মিত নগরগুলি ধ্বংস করেছিলেন একের পর এক। ঋক সংহিতায় বিস্তর প্রমাণ আছে যে, ইন্দ্র ছিলেন এক নম্বরের নেশাখোর। সব সময় সোমরসের নেশায় মত্ত থাকতেন তিনি। অথর্ব সংহিতা বলছে, ইন্দ্র অসুর-নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শক্তি দম্ভে দর্পিত ইন্দ্র নিজের পিতাকে পর্য্যন্ত হত্যা করেছেন নিজের হাতে (ঋঃ ৪।১৯।১২), তৈত্তিরীয় সংহিতা—(৬।১।৩।৬)। এমন একটা রক্ত পিপাসু বিবেকহীন, হৃদয়হীন মানুষকে স্রেফ তাঁর নিষ্ঠুর সৈন্যদের দাপটে, আর তার ক্রুর নৃশংসতার ভয়ে, সাধারণ মানুষ তার স্তুতি গান শুরু করেছিল তাঁর জীবদশাতেই কিছু কিছু, পরবর্তীকালে তো তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনে গেলেন একেবারে বজ্র বিদ্যুতের দেবতা, বারিবর্ষণের দেবতা। আর, তারও পরে—পরমাত্মা, পরমেশ্বর।'

একজন স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল চেহারার বছর চল্লিশ বয়সের সানগ্লাসে চোখ ঢাকা শিখ্ ভদ্রলোক এতক্ষণ জয়ন্তের কথাগুলো নিবিষ্টচিত্তে শুনছিলেন সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে। মাথায় খয়রি রং-এর পাগড়ী, ইতালীয়ান সিল্ক-সার্জের দামী স্যুটে বলিষ্ঠ অঙ্গ আবৃত। দেখ্‌লেই বুঝতে কষ্ট হয় না—ভদ্রলোক বেশ সম্ভ্রান্ত। ছেলেটা থাম্‌তেই তিনি অদম্য কৌতূহলে স্পষ্ট বাংলাতে প্রশ্ন করলেন—'তারপর, ভাই? আরও বলো। অগ্নি আর অশ্বিন্‌দের সম্বন্ধে?' জয়ন্ত বল্‌ল—'অগ্নিও যে মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিলেন না, তিনি যে অঙ্গিরা বংশীয় এক ঋষিবিশেষ ছিলেন—তার প্রমাণ আছে অঙ্গিরা পুত্র ঋষি হিরণ্যস্তূপ যেখানে ঋগ্বেদে অগ্নিকে সম্বোধন করে বল্‌ছেন—

হে দীপ্তিশালী (শুচে) অঙ্গিরাবংশীয় (অঙ্গিরঃ) অগ্নি, তুমি দেবযজনের স্থানের (সদনে) অভিমুখে গমন করো। মনু, অঙ্গিরা, যযাতি অথবা আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যেমন যেতেন......... (ঋঃ ১।৩১।১৭)। ঋগ্বেদে দেখ্‌তে পাবে অনেকগুলি সূক্তেরই ঋষি ছিলেন অগ্নি। পুরাণ বলে—অগ্নির পত্নির নাম স্বাহা ও ৩টি পুত্রও ছিল। তাদের নাম পাবক, পবমান আর শুচি।' মুহূর্তের বিরতির শেষে, পুনশ্চ মুখর হল ছেলেটা,—'অশ্বিন্‌দের সম্বন্ধেও আমার ঐ একই কথা। তাঁরাও যতদিন বেঁচে ছিলেন, প্রতিভাধর মানুষ রূপেই সম্মান পেয়েছিলো জনসাধারণের কাছে। যাস্ক অবশ্য লিখেছেন—অশ্বিন্ রাজা বিশেষের নাম। অশ্বৈস্তুরঙ্গৈ স্তদ্বন্তৌ রাজানৌ পুণ্যকৃত্যৌ। কিন্তু ঋগ্বেদে দেখ্‌ছি, অশ্বিনেরা দুই যমজ ভাই। অতি জ্ঞানী, শল্যবিদ্যায় (Surgery) নৈপুণ্য তাঁদের অসাধারণ। রাজা খেল্‌-এর রাণী ছিলেন বিশ্‌পলা। যুদ্ধের সময় শত্রুরা বিশ্‌পলার একটি পা ছিন্ন করার পর ঐ অশ্বিন্‌দ্বয়ই বিশ্‌পলাকে লোহার পা পরিয়ে দিয়েছিলেন। এর মানে আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে কয়েক হাজার বছর আগেই অশ্বিন্ দুজনা artificial limb তৈরীতে পারঙ্গম ছিলেন (ঋঃ ১।১১৬।১৫)। তাঁরাই আবার শত দাঁড় যুক্ত (শতপদ্ভিঃ) আকাশগামী (অন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিঃ) নৌকারও নির্মাতা ছিলেন (১।১১৬।৩)। আকাশগামী নৌকা, মনে হয়, আজকে যাকে আমরা aeroplane বলি—সেই রকমই কোন যান হবে। এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছো তোমরা—অশ্বিন্ ভাই দুটি দুই মহাশিল্পী মানুষ ছাড়া তাঁদের জীবদ্দশায় আর কিছু ছিলেন না। পরে, অবশ্য, ইন্দ্র, অগ্নি, যমের মত ঐ যমজ ভাইকেও দেবতা করে তোলা হয়েছে বেদেরই অনেক জায়গায়।' এই বলে, নিজের দৃষ্টি শিখ্ ভদ্রলোকের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে, বাবাজীর প্রতি ন্যস্ত করে জয়ন্ত অত্যন্ত নরম সুরে বল্‌ল—'জানেন বাবাজীমশায়, আজকে যাঁদের দেবতা বলা হয়, তাঁরা সকলেই সুদূর অতীতে এক সময়, মাতৃজঠোর থেকে জন্ম নিয়ে, এই পৃথিবীর দুঃখ-রোগ-শোক-মৃত্যুর অংশীদার হয়ে, তোমার আমার মতই মাটিতে পা ফেলে হেঁটে বেড়িয়েছেন। তাঁদেরকে আমরাই দেবতা বানিয়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে ভুলেও কখন যেন এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর বা ভগবান বলে ভেবো না, ভাব্‌লেই মস্ত ভুলের ফাঁদে পা দেবে।' প্রতিহিংসার আগুন ভরা দুই চোখ বড় বড় করে, ক্রোধবিকৃত কণ্ঠে বাবাজী ভেংচি কেটে উঠ্‌লেন—'কেন বল্‌বো না দেবতাদের ভগবান, কেন বল্‌বো না পরমেশ্বর ?' আশ্চর্য্য ! এত শাসানি, এত বিদ্বেষ-বহ্নির সামনে দাঁড়িয়েও ছেলেটার মুখের হাসিটুকু কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে না একবারও। সহাস্য আননেই সে এবারও জবাব দিল—'দেবতাদের ভগবান বা পরমেশ্বর বল্‌লে তুমি বেদ বিরুদ্ধ কাজ করবে বাবাজীমশায় ! ঋগ্বেদ যে দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছে—অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন (১০।১২৯।৬)। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার অনেক পরে দেবতাদের আবির্ভাব। সুতরাং, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ভগবান, যে দেবতাদের মধ্যে কেউই নন, তা তো এখন ভালই বুঝতে পারছো।' এর পরেই হঠাৎ নিজের কণ্ঠ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরে সুগভীর ব্যাকুলতা ফুটিয়ে তুলে সে আবার বলে উঠ্‌ল—'দেবতাদের বুঝবার জন্যে অনেক বই যে ঘেঁটেছি বাবাজীমশায়ের কাছে, মোহিত দাদাবাবুর কাছে অনেক কথা জেনেছি। কিন্তু লক্ষকোটী নক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু আর নীহারিকার স্রষ্টা যিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন শতসহস্রকোটী স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আর দেবতাদের এই বিশ্বচরাচরের, সেই ভগবানের আবাস যে কোথায়, কোথায় গেলে যে দেখা পাবো সেই মহাশক্তির, সে কথা আমি জানতে পারিনি কারও কাছ থেকেই। আজ আমায় দাদু নিয়ে যাচ্ছে একজনের কাছে—ঋষিকেশে। দেখি, যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি যদি বলে দিতে পারেন আমায়—ভগবানকে কোথায় গেলে পাবো।' কুলটী কর্মী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে তেড়ে এসে বাঁহাত দিয়ে চেপে ধরলো জয়ন্তের মাথার কোঁক্‌রানো চুল চলন্ত বাসের মধ্যেই। এবং তারপরেই Battle-cry শুরু করে দিল ফিঙের মত দেখতে লোকটা তার প্যাঁকাটির মত ডান হাতের মুঠো শূন্যে উঁচিয়ে—'শালা নাস্তিকের বাচ্চা! বিশ্বকর্ম্মাকে বলে ত্বষ্টা, ইন্দ্রকে বলে নেশাখোর গণহত্যাকারী! আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন! তীর্থে এসে ম্লেচ্ছমি।' কিন্তু বেচারীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। তার দক্ষিণ হস্তের ঘুঁষি জয়ন্তের শরীরে পেঁছবার আগেই হঠাৎ সে বুঝতে পারলো, তার কঞ্চিমার্কা পা দুখানি আর মাটিতে নেই, সে এখন শূন্যে ঝুলন্ত একটি পদার্থ মাত্র। সেই শিখ ভদ্রলোক কখন যে উঠে এসে বিশ্বকর্ম্মা ভক্তের শার্টের কলারটা পেছন থেকে আচম্‌কা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে, এক হেঁচ্‌কায় তার বংশপত্রসম খিট্‌খিটে দেহযষ্টিটাকে একেবারে অন্তরিক্ষচারী করে ছেড়েছেন, তা বীরপুঙ্গব কুলটীওয়ালা বুঝতেও পারে নি, মনে হয়, আগে। দুরন্ত রাগে দাঁতে দাঁত চেপে অতি নিম্ন স্বরে শিখ বিড়বিড় করতে লাগলেন—'বীরত্ব দেখাচ্ছ ঐ কচি বাচ্চাটার ওপরে? কি সব বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করেছো তুমি এখনই, আমি সব শুনেছি। ভাবছো, আমি বাংলা বুঝি না? শান্তিনিকেতনে পড়েছি আমি চার বছর, এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ধমানে করি ট্রান্সপোর্ট বিজনেস। এই পঞ্চম পুরুষ আমরা স্থায়ী-ভাবে বাস করছি কলকাতার ভবানীপুরে। তোমার মত মস্তানি যারা করে, তাদের আমি ছারপোকার মত টিপে মারি, জানো?' ভদ্রলোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল হিরন্ময়ীর মন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দর্শনেচ্ছু ভক্তদের ভীড় ঠেলে বিনয়রঞ্জন, হিরন্ময়ী এবং শৈলজা যখন প্রাণপণে এগিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট, তখনই দেখা গেল, কারুর হাতের তলা দিয়ে, কারও বা দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে, জয়ন্ত গিয়ে হাজির হয়েছে একেবারে সেই হলঘরটার প্রবেশ দ্বারে, যার ভেতরে রুপোর বিরাট ছাতার নীচে মস্ত রুপোর সিংহাসনে আসীন হয়ে হল ঘরে প্রবিষ্ট কয়েক শত নরনারীকে দর্শনদানে ধন্য করে-ছেন ভগবান শ্রীশ্রী(১০৮)সত্যসুন্দর বাবা। ভগবান স্বয়ং মৌন আছেন আজ তাঁর শুভ আবির্ভাব দিবসে। কথা যা বলার, বলছেন তাঁর শ্রীপদাম্বুজের পাশে বসে ডক্টর বিনয়রঞ্জনের বানপ্রস্থী অ্যাডভকেট্ বন্ধু শ্রীরমেন ঘোষাল। মনে হয়, ঘোষাল মশাই-এরই অর্থানুকূল্যে ভাগ্যবান ভগবান বাবার জন্ম জয়ন্তীর এই দিলদার আয়োজন। তাই এত প্রাধান্য আজ রমেন ঘোষালের।

অনেক লড়াই, অনেক কাকুতি মিনতির শেষে, দর্শন-অধ্যাপক হল এর মধ্যে কোন গতিকে সস্ত্রীক এবং সহিরন্ময়ী প্রবেশ করেই বুঝলেন যা ভয় করেছিলেন, তাই ঘটতে চলেছে। ছেলেটা কেমন ভাবে যেন ঘর ভর্তি ভক্তি আপ্লুত অগনিত ভক্তবৃন্দকে ডিঙিয়ে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, একেবারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, রজত ছত্র রজত সিংহাসনে শোভিত, স্বর্ণমুকুট স্বর্ণহার স্বর্ণবলয় স্বর্ণবিছাতাবিজ পরিহিত ভগবান শ্রীশ্রী (১০৮) সত্য সুন্দর বাবার সাম্নে। পরি-ধানে টকটকে লাল সোনার জরীর কাজ করা বারাণসী শাড়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢেউ খেলানো কুচকুচে কালো চুল সযত্ন পরিপাট্যে বুক পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে। ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে দাড়ি গোঁফ কামানো মেয়েলি ঢং-এর মুখ। দেহবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। পান ভর্তি মুখের দুই গাল ফুলে কাঁচা বেলের মত চিক্‌নাই দিচ্ছে হাজার ওয়াট্‌সের ফ্লাড লাইটের জৌলুসে। ঠিক তাঁর পাশেই দণ্ডায়মানা জনৈকা সুবেশা সুশ্রী যুবতী প্রকাণ্ড এক রুপোর পিকদান দুই হাতে ধরে। ভগবান সত্য সুন্দর মাঝে মাঝে মুখটা একটু এগিয়ে, দিতেই, যুবতী তাড়াতাড়ি তাঁর মুখের সামনে তুলে ধরছেন পিক্‌-দানটি, ভগবান পিচিক্‌ শব্দে তাতে পিক্‌ ফেলছেন। আর, সেই স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করছে শব্দহীন মুগ্ধ জনতা পরম পরিতৃপ্ত নয়নে। এই রকম একটা শ্রদ্ধা থমথম মুহূর্তে হঠাৎ বালককণ্ঠের প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত সচকিত হয়ে উঠল। 'আমি ভগবানের কাছে যাবো। আমায় কে বলে দেবে—আমি কেমন করে যাবো ? কোথায় যাবো ?' জয়ন্তের জিজ্ঞাসা। রমেনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে অনেকটা বক্তৃতার ঢং-এ বলতে আরম্ভ করলেন, 'সম্মানিত ভক্তমণ্ডলী, আমাদের পরমারাধ্য বাবার জন্ম জয়ন্তীর দিনে আমরা এখনই একটা অদ্ভুৎ এবং অবিশ্বাস্য জিনিস জানতে পারলাম। আমরা জানতে পারলাম—আমাদের পরম প্রণম্য বাবার ঐশী শক্তি এবং অলৌকিক প্রভাব আজ একটি দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মধ্যেও ক্রিয়া করতে শুরু করছে। লীলাময় বাবার লীলা আমরা অবোধের দল কতটুকুই বা বুঝি।' একটু থেমে, পানের পিক ফেলতে ব্যাস্ত ভগবানের দিকে শ্রদ্ধালু দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পুনর্বার উচ্ছ্বসিত সুরে শুরু করলেন পরমভাগবত রমেন্দ্র, 'এই যে দেখছেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে একটি সরলমতি বালক। এর ভেতরই চলছে আজ আমাদের পূজনীয় বাবার লীলা। এই নগন্য একটি অতি সাধারণ বালক ব্যাকুলভাবে এসে আমায় বলছে—আমি ভগবানের কাছে যাবো। তার উত্তরে, আমি ছেলেটিকে বলতে চাই, হে ভাগ্যবন্ত বালক, তোমার আর কোন চিন্তা নাই। তুমি আজ নিজেই পায়ে হেঁটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ং ভগবানের চরণপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছো। এই তো, এই তো তোমার নয়ন সম্মুখে ভগবান স্বয়ং বসে আছেন।' এই বলে, রমেন ঘোষাল তাঁর দুই বাহু প্রসারিত করে দেখিয়ে দিলেন স্বর্ণাভরণ ভূষিত, বারাণসী রেশমে-সজ্জিত ভগবান শ্রীশ্রী (১০৮) সত্যসুন্দর বাবাকে। বিস্ফারিত লোচনে কিছুক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে ছেলেটা প্রশ্ন করে বসল—'ওকে তুমি ভগবান বলছো ? ওতো তোমার আমার মতই একটা মানুষ ! দেখছ না—যাত্রাদলের রাজার মত লাল টুকটুকে ঝকমকে কাপড় পরে, গাভর্তি গয়না লাগিয়ে বসে কেমন কচর কচর করে পান চিবোচ্ছে !'

বিব্রত রমেন ঘোষাল বিনিয়ে বিনিয়ে বললেন—ছিঃ খোকা, অমন কথা কি ভগবানের সাম্নে দাঁড়িয়ে বলতে আছে ? আজ ওঁর পুণ্য জন্মতিথি। ওঁর জন্ম লগ্ন আর দশ মিনিট পরে। দশ মিনিট পরেই উনি কথা বলবেন। আজ সমাগত ভক্তজনকে দেখাবেন ওঁর অলৌকিক লীলা। একটু ধৈর্য ধরো। আর মাত্র দশ মিনিট পরেই ওঁর সেই অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখলেই বুঝতে পারবে—উনি স্বয়ং ভগবান কিনা।'

দশ মিনিট তো নয়, যেন দীর্ঘ দশটি ঘণ্টা। অধীর কৌতুহলে, হল-ঠাসা লোকের ভীড়ের মধ্যে বসে, ছেলেটা অপেক্ষা করতে লাগল—কখন দেখাবে ঐ মেয়ে মেয়ে দেখতে লোকটা তার অলৌকিক লীলা। অনতিকাল পরেই শঙ্খ আর হুলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে ঘোষিত হল অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন স্বয়ং ভগবানের জন্ম মুহূর্ত্ত। সঙ্গে সঙ্গে বাবা সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে, দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করলেন বহু দূর দূর থেকে আগত ভক্ত ও শিষ্যবর্গকে। ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। চারিধার থেকে আতর আর গোলাপ জলের ছিটে এসে পড়তে লাগল বাবার সর্ব্বাঙ্গে, তারই সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য চলল অবিরাম পুষ্প বৃষ্টি। এবং তার পরেই, আরম্ভ হল জন্মদিনের প্রণামী আর নৈবেদ্যের হিড়িক। গণ্ডা দুই টেপ রেকর্ডার, খান দশেক অল-অয়েভ ট্রান্-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিস্‌টার, একজন দিলেন সিনেমা প্রোজেক্টর, দুইজন পদপ্রান্তে এনে রাখলেন, রঙ্গিন ছবি ওঠে এমন দুটি বিদেশ থেকে আনা মুভি ক্যামেরা। মেয়েরা থরে থরে সাজিয়ে রাখলেন—মুর্শীদাবাদী আর বারাণসী সিল্কের নানা বর্ণের শাড়ী আর নানা ডিজাইনের সোনার গয়না। তার ওপর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আর মিঠাই তো আছেই। সব দেখে, জয়ন্তের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রইল না। কি কাণ্ড! যে দেশে নাকি উদায়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও মানুষ পেট ভরে দুটো খেতে পায় না, সেই দেশেরই মানুষরা মুহূর্ত্তে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস উপহার দিয়ে বসল এমন একজন লোককে, যে সারাদিনে একটা কুটো নাড়ার মত পরিশ্রমও কখনও করে না। এমন অদ্ভুৎ দৃশ্য জীবনে দেখেনি জয়ন্ত।

বাবা রমেন ঘোষালের কর্ণকুহরে একবার ফিস্‌ফিস্‌ করলেন। অমনি রমেন্দ্রবাবু ঘোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। গলার শির ফুলিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন—'ভক্তজন! এইবার আপনারা বাবার অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হবার সুযোগ পাবেন'। এই দেখুন, এটা আমার রুমাল, এটা একটা মোমবাতির ওপর ধরছি। দেখুন, এটা দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু বাবা যখন নিজে তাঁর রুমালটা ধরবেন ঐ আগুনের শিখায়, অগ্নিদেব দাহ করবেন না কিছুতেই বাবার রুমালকে। সেই অতুলনীয় অলৌকিক ক্রিয়া এবার আপনারা নিজেদের চোখেই দেখুন।'

সত্যসুন্দর বাবা তাঁর সিংহাসনের পাশে রাখা একটা হলদে রুমাল হাতে তুলে নিয়ে, প্রথমে মুদিত নেত্রে ঠোঁট নেড়ে কি সব যেন আওড়ালেন। সকলেই ধরে নিল, উনি মন্ত্র পড়ছেন। তারপর, সেই রুমালখানা মোমের আগুনের ওপর ধরলেন নিঃশব্দে। স্তব্ধ বিস্ময়ে সমবেত সকলে দেখলো—ঐ রুমালের কোন অংশতেই আগুন ধরছে না। নিজেদের চোখকে নিজেরাই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না—তাদের অবস্থা দেখে তাই মনে হল। অচিরে চতুর্দিক থেকে জয়ধ্বনি উঠল—'জয় ভগবান সত্যসুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা কি জয় !' হাসি অঙ্কিত বদনে বাবা রুমালটি মোমের আগুন থেকে তুলে নিতেই ঘরশুদ্ধ লোককে হতভম্ব করে দিয়ে, জয়ন্ত বলে উঠল 'অমন খেলা দেখাতে তো আমিও পারি। এটা আবার অলৌকিক কাণ্ড কোথায় হল ?' নিমেষে বাবার হাসি মিলিয়ে গেল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তোর রুমাল বের করে ধর দেখি এই আগুনে, কেমন না পুড়ে থাকে দেখি তোর রুমালটা।'

'তা তো পুড়বেই।' হাসতে হাসতে জয়ন্ত বলল, 'আমি তো আর তোমার মত—পাখীর ডিমের ভেতরকার লালার মত জিনিস-টার সঙ্গে ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশিয়ে, আগে আমার রুমালে মাখিয়ে, পরে সেটা নুনজলে ডুবিয়ে শুকিয়ে রাখিনি ! আমার রুমাল পুড়বে না ? তুমিও তোমার ঐ হলদে রুমালটার বদলে, ধরো না অন্য যে কোন লোকের রুমাল ঐ মোমবাতির শিখায়, দেখবো কেমন না ধরে তাতে আগুন।' চোখে রোষের রাশি, ঠোঁটে বিব্রত হাসি—রমেন্দ্র সত্যসুন্দরের কৃপাভিক্ষা করলেন 'এই ছেলে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দিন ভগবান। আপনি আপনার অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করে, আপনার শক্তি মুগ্ধ এতগুলি প্রাণীকে ধন্য করুন।'

বাবা আবার কানে কানে কি যেন বললেন রমেন ঘোষালের। বলেই, ইঙ্গিতে পিক্‌দানধারিনীকে কাছে ডেকে, নিজের মুখ থেকে পাশের সমস্ত ছিবড়ে বের করে ফেলে দিলেন পিক্‌দানের মধ্যে ! তারপর, অদূরে রাখা গেলাসের জলে বার কয় কুলকুচি করে নিয়ে, সিংহাসনের একধার থেকে রুপোর ডিবাটা তুলে, তার ভেতর থেকে চারটে পান বের করে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগলেন বেশ দ্রুততালেই। রমেন্দ্র ঘোষণা করলেন—'এইবার দেখবেন বাবার আর এক ঐশী শক্তির আর এক অতি বিস্ময়কর নিদর্শন। এই যে দেখছেন কণ্টিকারির কাঁটা ভর্তি ছোট ডালটি। এটি এখনই বাবা তাঁর মুখে পুরে, পানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত করে চিবোবেন। এমন অসম্ভবকে সম্ভব করতে, এক আমাদের ভগবান শ্রীশ্রী (১০৮ সত্যসুন্দর বাবা ছাড়া, আর কি কেউ পারে ?'

রমেনবাবুর কথা শেষ না হতেই, স্কুলের ছেলেদের মত ডান হাত তুলে জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠ্‌ল— 'আমি পারি, স্যার, আমি পারি। আমি স্বয়ং ভগবান না হয়েও, অনায়াসে ঐ কাঁটাশুদ্ধ কন্টিকারী চিবিয়ে ছিব্‌রে করে ফেল্‌তে পারি। কিন্তু, তার আগে তোমাদের ভগবানের ঐ রূপোর ডিবাটা থেকে, আমায় গোটা চারেক পান দাও, আমি আগে চিবিয়ে নিই।' রমেন্দ্র জয়ন্তের চেয়েও কণ্ঠ উচ্চতর গ্রামে তুলে হাঁক্ পাড়লেন, 'বটে! কেবলমাত্র ঐ ডিবার পান খেতে পারলেই, তুই কন্টিকারির কাঁটা চিবোতে পারবি ? গায়ের জোরে যা খুশি তা বল্‌লেই হ'ল ?' মুখে দুষ্টুহাসির প্রলেপ লাগিয়ে, ছেলেটা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল —'ঐ ডিবা থেকে যে চারটে পান তুলে মুখে গুঁজেছে একটু আগে স্বয়ং ভগবান, সেগুলো কি সত্যি সত্যি পানের পাতা ভাবছ ?'

'পানের পাতা নয় তো কি ? পানের পাতা নয় তো কি ?' নিজের জায়গা থেকে ভয়ানক উত্তেজিত অ্যাড্‌ভকেট্ মারমুখি হয়ে তেড়ে এলেন একেবারে জয়ন্তের সাম্নে। জয়ন্তের মুখে কিন্তু ভয়ের চিহ্নটুকুও ফুটে উঠ্‌ল না। মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌তে হাস্‌তেই সে বল্‌ল—'পানের মত সাজা ওগুলো আসলে কিসের পাতা, জিজ্ঞাসা করো না তোমার ঐ অলৌকিক শক্তিধর ভগবানকেই।'

মাঘের হিমালয়ী শৈত্যেও বাবার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে জল্‌জ্বলে আলোতে স্পষ্ট হয়ে। রক্তচক্ষু ঘূর্ণিত করে ভগবান আর্তনাদ করে উঠ্‌লেন যেন,—'কি বল্‌তে চাস্ তুই, নর্দ্দমার পোকা ? এক্ষুনি আমি যে চারটে পান মুখে দিয়েছি, সেগুলো পানের পাতা নয় ?'

'কখনই নয়। ওগুলো, জম্বুপত্র জম্বুপত্রের রস মুখে রাখ্‌লে, যে কোন কাঁটা গাছের ছোট ডাল অনায়াসে চিবিয়ে ফেলা যায়।'

'স্পর্ধা তো তোর কম নয় ? তুই ভগবান শ্রীশ্রী (১০৮) সত্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর বাবার অলৌকিক লীলাকে হেয় করতে চাস্' রমেনবাবু ক্রোধাধিক্যে কম্পমান। 'আমি হেয়, শ্রেয়, প্রেয়—কিছুই করতে চাই না তোমাদের বাবাকে। যা সত্যি, তাই বল্‌ছি।' বলেই, সত্যসুন্দরের দিকে চেয়ে জয়ন্ত কেমন যেন অনেকটা ধিক্কারের সুরেই পুনশ্চ বল্‌ল—

'ওরা তোমায় ভগবান বলে, আর তুমি অম্‌নি ভগবান ভেবে নিয়েছ নিজেকে? শ্রীমদ্ভাগবত বলে—জ্ঞানীর কাছে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে যিনি পরমাত্মা, তিনিই ভক্তের কাছে ভগবান। তাহলে বুঝতেই পারছো—যিনি ব্রহ্ম, যিনি পরমাত্মা, তিনিই ভগবান। এখন তুমিই বলো—তুমি যে ভগবান সেজে বসেছো, তুমিই কি তবে সেই ব্রহ্ম, সেই পরমাত্মা? তুমি প্রণাম পাও, তাই তোমার ধারণা জন্মে গিয়েছে যে, তুমি পরম প্রণম্য। আসলে কিন্তু তুমি তাও নয়। বল্‌লে তুমি রাগ করবে হয় তো, কিন্তু তবু বল্‌তেই হবে আমাকে যে, তুমি একজন অতি সাধারণ মানুষ হবার যোগ্যতাও রাখো না। কারণ সাধারণ মানুষ নিজের শ্রমের অন্ন নিজে খায়, দশজনকে খাওয়ায়। আর তুমি? তুমি ভগবান সেজে, ভাঁওতা দিয়ে, বুজ্‌রুকী দেখিয়ে—সারা দিনে এক মিনিটের জন্যেও সামান্য পরিশ্রম না করেই কেবল তঞ্চকতায় ছত্রপতি হয়ে বসে—চব্যচোষ্য লেহ্যপেয় খাচ্ছ, আর হাজার হাজার টাকার রেডিও, টেপরেকর্ডার, সিনেমা প্রোজেক্টর এবং মুভী ক্যামেরা নিয়ে মেতে আছ। বাইরে দেখ্‌লাম তোমার বিরাট গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—যেটা এয়ার কন্‌ডিশন্ করা। যারা খেটে খেটে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ফেল্‌ছে—তারা না খেয়ে খেয়ে যক্ষ্মা হয়ে মরছে, তাদের বৌ-ঝিদের অঙ্গে ছেঁড়া কাপড়ও জোটে না নিয়ম মত। আর তুমি? অলস, বিলাস সর্বস্ব, প্রবঞ্চক—তোমারই পায়ের কাছে একটু আগে দেখ্‌লাম—রাশি রাশি সোনার অলঙ্কার, আর বহু-মূল্যবান শাড়ীর পাহাড়। এখানে আস্‌তে আস্‌তে লোকের মুখে শুন্‌লাম, এয়ার কণ্ডিশন্‌ড্ মোটর গাড়ী আর এয়ারোপ্লেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়া তুমি নাকি কোথাও যেতেই পারো না। সত্যি, তোমার মত ভগবানরা মহাত্যাগীই বটে !'

'তুই থাম্‌বি কিনা' রমেন ঘোষাল ফেটে পড়লেন বোমার মত —'তুই যা ভেবেছিস্ সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। বাবার ডিবায় পাণই রয়েছে, তোর ঐ জম্বুপত্র অথবা জামের পাতা নেই।' 'বেশ তো, তাই যদি হবে, তবে দাও না ঐ রুপোর ডিবাটা আমার হাতে, আমি একটা পান তুলে নিয়ে সবাইকে দেখাই।' জয়ন্তের ওষ্ঠকোণে দুষ্টু হাসি আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু যেই জয়ন্ত পাণের ডিবাটা চেয়েছে, অম্‌নি অভাবিত এক দৃশ্যের অবতারণা। ভগবান সত্য-সুন্দর ঝাঁ করে সিংহাসনের ওপর থেকে রুপোর ডিবাটা তুলে নিয়ে, অগ্ন্যুদ্‌গারি চক্ষু বিস্ফারিত করে, গগনবিদারী চিৎকারে হল্ প্রকম্পিত করলেন—'পামর, পাষণ্ড, পাতকী' এবং তার পর মুহূর্ত্তেই, রুপোর ডিবাটা নিজের চাদরের আড়ালে লুকিয়ে, সমাগত কয়েক শো মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়ে—প্রায় হুড়মুড় করেই দৌড়ে বেড়িয়ে গেলেন তিনি পেছন দিক্‌কার দরজাটা দরাম্ শব্দে খুলে।

হরিদ্বারে ফিরে যাবার পর, সন্ধ্যাবেলায়, কোথাও যখন পাওয়া গেল না জয়ন্তকে—তন্ন তন্ন করে খুঁজেও, তখন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, হিরন্ময়ী দুই হাত যোড় করে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললেন বিনয়রঞ্জনের কাছে গিয়ে—'দুটি পায়ে পড়ি দাদা, একবার বাইরে ঘুরে দেখুন—ছেলেটা কোথায় গেল।' নানা জায়গায় ঘুরে, হতাশ মনে, বিনয়রঞ্জন হর-কি-পেরীর রাজা বিড়লা টাওয়ারের অদূরে গিয়ে দাঁড়ালেন -নীল ধারার দিকে মুখ করে! একটু আগে গঙ্গারতী শেষ হয়েছে। খরস্রোতা গঙ্গার বুকে তখনও পাতার নৌকায় ভাসানো আরতী-প্রদীপগুলি তরতর করে ভেসে যাচ্ছে— দেখা যায়। জ্যোৎস্নালোকিত ওপারের চণ্ডীপাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই, ত্রিয়াত্তর বৎসর বয়স্ক দর্শন-অধ্যাপকের বুকের ভেতরটা হঠাৎ আজ যেন হু হু করে উঠল—ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসা এক অব্যক্ত বেদনার তাণ্ডবে। তবে কি ছেলেটা তাদের না বলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাত্রা করলো—চণ্ডীপাহাড়ের পর থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে যে হিমগিরির থাক্—তারই অভিমুখে—তার ঐ ছোট্ট মনের মস্ত প্রশ্ন ভগবানের সন্ধানে ? কিন্তু, তাতে তাঁর মন কেন হু হু করে ওঠে এমনভাবে ? ছেলেটা তো তাঁর নিজের কেউ নয় ।

ঠিক এই সময়, ব্রহ্মকুণ্ডের দিক থেকে ভেসে এলো তাঁর কানে এক অতি পরিচিত নারীকণ্ঠ—'আরে কাঁদো কেন বোকাটা, এতটুকু খোকাটা যখন ভগবানের জন্য চক্ষের জল ফেলছ, তখন আর চিন্তা কি ? ভগবান তোমার কাছে দেখা না দিয়া পারে ? এত বড় দুনিয়াটায় সবাই পছন্দসই বৌ না জুটলে কাঁদে, মনের মত স্বামী না পেলে কাঁদে, ছেলেমেয়ে না হলে কাঁদে, টাকা না পেলে কাঁদে —কিন্তু ভগবানের জন্য কাঁদ্‌তে দেখলাম আমার জীবনে বাপু তোমাকেই প্রথম । যে তার জন্য তাকে একটিবার মাত্র দেখবার জন্য, এতটুকু বয়সে, এমনি নিরালায় বসে কাঁদ্‌তে পারে, তার কাছে সে না ধরা দিয়ে পালাবে কোথায় ? তুমি কালই চলো না আমার সঙ্গে দেবপ্রয়াগে, আমি তো যাচ্ছিই । ভগবান কোথায় থাকে—নিশ্চয় দেখতে পাবে তুমি সেখানে । কিন্তু, আগে থেকেই বলে রাখছি মিন্‌সা, দেবপ্রয়াগ থেকে যেতে হবে কিন্তু অনেক দূর, উঠতে হবে খাড়া চড়াইয়ের পথে । পারবা তো ?'

এর পরেই জয়ন্তের গলা শ্রুত হ'ল । নারীকণ্ঠ নীরব হতেই সে আকুল আবেগে বলে উঠল—'তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাবো মায়ি, যা করতে বলবে তাই করবো ! কেবল, কেবল তুমি আমায় একবার ভগবানের দেখা পাইয়ে দাও, মায়ি, মাত্র একটিবার ।'

বিনয়রঞ্জন নীরবে গিয়ে পদধূলি গ্রহণ করলেন – বত্রিশটি বসন্ত হেলায় পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে-আসা, পাবক-শিখার মত দীপ্তিময়ী, অনন্য লাবণ্যের নির্ঝর যাঁর সর্ব্বাঙ্গ, সেই পুরুষের মত গৈরিক আল্‌খেল্‌লা এবং পাগড়ী-পরিহিতা—সন্ন্যাসিনী আশা-মায়ির । স্নেহের হাসিতে দুই আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি পূর্ণ করে, মায়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন—'আরে, বিনয়বাবা যে! তা আমারে প্রণাম কর ক্যান্ ? কতবার কই নাই, আমি বরিশালের আশালতা ছাড়া আর কিছুই নই। সুবন্‌শিরি নদীর জন্মস্থানের পাশেই যে পাহাড়, সেই পাহাড়ের গুম্ফায় একশো বাহান্ন বৎসর বয়সী সাধিকার বাস।— সেই সাধিকা নেত্রামায়ি আমারে গেরুয়া পরাইছে, তাই পরছি। না হইলে, আমার আবার দামটা কিসের যে, আমার পায়ে হাত ঠেকাও ?'

বিনয়রঞ্জন করজোড়ে নিবেদন করলেন—'তুমি যে কী মায়ি তা আর আমার জানতে বাকী নেই। তাই, তোমার কাছে অনুরোধ, এই ভগবানের জন্যে পাগল হয়ে যাওয়া ছেলেটাকে তুমিই পথ দেখাও।'

'কে কারে পথ দেখায় বাবা! তার ইচ্ছা না হইলে পথের খোঁজ কি কেউ পায় ? তা, তুমি এই মিন্‌সারে চিনো নাকি ?'

অধ্যাপক হেসে ফেললেন। এত বছর ধরে যখনই দেখা হয়েছে আশামায়ির সঙ্গে, লক্ষ্য করছেন তিনি, মায়ির চেয়ে বয়সে ছোট হলেই যে কোন পুরুষকেই মায়ি ডাকেন হয় মিন্‌সা, না হয় ছ্যাম্‌রা বলে। কিন্তু এক রতি জয়ন্তকেও তিনি যে এরই মধ্যে মিন্‌সা বলে ডাকতে শুরু করবেন, এতটা তাঁর ধারণায় ছিল না। হাসি এলো বোধ হয় সেই কারণেই। তিনি উত্তর দিলেন, 'ওকে খুঁজতে খুঁজতেই আমি এখন এখানে এসেছি, মায়ি! বাপ-মা-ঘর-বাড়ী সব ফেলে ও পালিয়ে এসেছে— ভগবানের খোঁজে।'

আশামায়ি একেবারে হায় হায় করে উঠলেন। বললেন— 'হায়রে! কোন্ মায়ের প্রাণরে কাঁদায়ে দুধের পোলা ঘর ছেড়ে আসছে রে!' বলে, এতাবধি দণ্ডায়মানা সন্ন্যাসিনী—একেবারে জয়ন্তের গা ঘেঁষে বসে, পরম স্নেহে তার মাথায় হাত রেখে আবার বললেন—'কাল তো যাবাই আমার লগে দেবপ্রয়াগ। সেখানে গেলেই, ভগবানের খোঁজ তুমি নিশ্চয় পাবা, কোন চিন্তা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু, তার আগে, তোমার যে কতকগুলি কথা জানার দরকার আছে মিন্‌সা। তা চলো না বিনয় বাবা, তোমার এ নাতিটারে নিয়া ভীমগড়াকুণ্ডে আমার আস্তানায় !'

বিনয়রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লেন—'নিশ্চয় যাবো, মায়ি, নিশ্চয় যাবো। এতদিনের পরিচয় তোমার সঙ্গে, কখনো আমাকে তুমি তোমার আস্তানায় যেতে বলো নি। আজ এই ছেলেটার দৌলতে যদি তোমার মুখের কথা দুটো শুন্‌তে পাই, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার কাছে দশ মিনিট কেউ বস্‌তে পারলে তার দশ যুগের পুণ্য সঞ্চয় হয়, তা কি আর আমি জানি নে ? কিন্তু, মায়ি, আমায় একবার ঘরে গিয়ে আমার বোনটিকে যে নিয়ে আস্‌তেই হবে, নইলে সে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবে। তুমি জয়ন্তকে নিয়ে যাও, আমি চট্‌ করে বাড়ী থেকে ঘুরে, এখনই ভীমগড়াকুণ্ডে যাচ্ছি। তোমার আস্তানা চিন্‌তে আমার কষ্ট হবে না একটুও। ওখানে পৌঁছে, যাকে জিজ্ঞেসা করবো, সেই বলে দেবে।'

'কিন্তু, আমার এই কিছুটা কল্‌কাতাইয়া কিছুটা বরিশালী ভাষা মিন্‌সা ঠিক বুঝবার পারবে তো ?

'খুব পারবে মায়ি, খুব পারবে ও বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী –চারটে ভাষাতেই সমান ওস্তাদ্‌। ঘণ্টা কয়েক মিশ্‌লেই তুমি সব জান্‌তে পারবে ওর সম্বন্ধে।'

'তবে যাও, তোমার বোনেরে আন্‌তে। আমি মিন্‌সারে নিয়া চল্‌লাম। তুমি ঠিক আস্‌বা কিন্তু।'

'নিশ্চয় যাবো, মায়ি।' বল্‌তে বল্‌তে, সিমেন্টের চওড়া সেতুটা পেরিয়ে, মুহূর্তে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক—সবেগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভীমগড়াকুণ্ডের পাশেই মনসা-পাহাড়ের গায়ে, কুণ্ড থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে, আশামায়ীর ছেঁচাবেড়া আর খড়ে তৈরী ছোট্ট কুটীরটির মধ্যে বসেছেন চ্যাটাই-এর ওপর তিনজন। অধ্যাপক, শৈলজা এবং হিরন্ময়ী। মাঝখানে গন্ গন্ করছে ধুনীর আগুন। ধুনীর ওধারে, নিজের বসার কাঠের পিঁড়িটিতে জয়ন্তকে বসিয়ে, নিজে বসেছেন অনিন্দ্য রূপবতী সন্ন্যাসিনী খালি মাটিতে।

হু হু করছে হিমেল মাতাল উত্তরে বাতাস—বাইরে। ছেঁচা বেড়ার ফাঁক দিয়ে সেই হাড় কাঁপানো হাওয়ার আনাগোনায় কোনই বাধা নেই। স্বল্প খরচে তৈরী ক্ষীণাঙ্গ কুটীর—বাতাসের ঝাপ্টায় কেঁপে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। আগুনের লাল আভায় লহিতাভ হয়ে উঠেছে আরও—আশামায়ির প্রতিমাপ্রতিম মুখশ্রী। অপূর্ব এক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন দুই নেত্র তুলে কথা শুরু করলেন সন্ন্যাসিনী,— 'মানব সভ্যতার সেই উষাকালে, মানুষ তার চারদিকে যা কিছু দেখ্তো, যা দেখে তার আনন্দ হত, যা দেখে তার ভয় হত, যা থেকে সে উপকার পেতো, সে-সবকেই পূজনীয় ভেবে পূজো করতো সে। তারপর জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সেই মানুষই একদিন ভাবতে বস্লো—এই যে যাদের পূজো করছি, তারা জন্মালো কোথা থেকে? তাদের পিতা কে? তাদের পিতার পিতা এবং তারও পিতা কে? কে সেই প্রথম পিতাকে সৃষ্টি করলো? আগুনের দহন-ক্ষমতা কেমন ভাবে এলো? ঐ চন্দ্র-সূর্য্য-তারা—কে তাদের স্রষ্টা? ঐ ভয়ঙ্কর বজ্র-বিদ্যুৎ, ঐ সর্বনাশা ঝটিকা, প্লাবন, মহামারী, কোন সে অদৃশ্য শক্তির বহিঃপ্রকাশ? —এই রকম ধরণের নানা প্রশ্নের উদয় হল যখন মানুষের মনে, তখন থেকেই আরম্ভ হল সেই অসীম অপার শক্তির কেন্দ্রবিন্দুটির অনুসন্ধান। আর, সেই অনুসন্ধানের প্রারম্ভ মুহূর্ত্তটিকেই আমি বলি ভগবান বা ঈশ্বরতত্ত্বে প্রথম সোপান।' ধুনীর জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডটাকে অতি সহজ হস্তে একটু নেড়ে আগুনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকতর গনগনে করে তুলে, আশ্চর্য্য উদ্বুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বলে চল্‌লেন মায়ি—'যে আর্য্যরা এককালে সূর্য্য, সোম, অগ্নি, বরুণ, বনস্পতির পূজো করতেন, তাঁরাই এবার প্রশ্ন তুল্‌লেন ঋক্ সংহিতাতে—আমি জ্ঞানহীন, কিছু না জেনেই জ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন নিবেদন করি—যিনি এই ছয়লোক স্তম্ভন করেছেন, যাঁর অবস্থিতি জন্মরহিতরূপে, তিনিই কি সেই এক এবং অদ্বিতীয় (ঋক্ঃ ১।১৬৪।৬)? উপনিষদ বুঝালো পরমাত্মতত্ত্বটিকে অতি সুন্দর ভাবে। কঠবল্লী জানালো মহত্তত্ত্ব থেকেও পৃথিবীর আদিতম বীজ সূক্ষ্ম, কিন্তু তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী সুক্ষ্ম হচ্ছেন পরমাত্মা। তাঁর চেয়ে সুক্ষ্ম আর কোথাও কিছু নেই (৩।১১)।' মায়ির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জয়ন্ত বলে উঠ্‌ল—'সেই উপনিষদই তো আবার ঘোষণা করলো, সেই পরম পুরুষের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। কোন কারণের দ্বারা তাঁর উৎপত্তি হয়নি। তিনি নিজেও নিজের কারণ নন! তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হলেও তাঁর বিনাশ হয় না (কঠ।২।১৮)। —তাই না মায়ি?' মুগ্ধ প্রশংসা ভরা নয়নে আনন্দোজ্জ্বল মুখে আশামায়ি ঘাড় নাড়লেন সম্মতি সূচক ভাবে! তারপর পুনরায় বলে চল্‌লেন —'সেই পরম পুরুষ থেকেই প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জল, জ্যোতিঃ এবং সারা বিশ্বের ধারণ কর্ত্রী এই পৃথিবীরও জন্ম হয়েছে (মণ্ডুকোপনিষৎ ২।১।৩)। উপনিষদ জানালো—ভগবানকে পেতে গেলে কি কি করা উচিৎ, জানালো সব মানুষই একদিন ঈশ্বরে লয় হবে, জানালো—কেমন ভাবে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, মায়া মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু, এর ঠিক পরবর্তীকালে, এইসব সূক্ষ্ম চিন্তা বেশির ভাগ মানুষেরই মন থেকে গেল মিলিয়ে। তারা ঈশ্বর বা ভগবান নিয়ে নিত্যনতুন কল্পনার সাগরে ভাস্‌তে লাগ্‌ল। ফলে, যা হবার তাই হ'ল। নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হতে লাগ্‌ল। কেউ বেদসংহিতা এবং ব্রাহ্মণোক্ত কর্মকাণ্ড দিয়ে, কেউ বা আরণ্যক এবং জ্ঞানকাণ্ড দিয়ে ভগবানকে পাবার চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে শুরু করলো। এই রকম মতভেদের ফলস্বরূপ আর্য্য ঋষিদের মধ্যে নানা প্রকার বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হ'ল। কোন ঋষি শ্রৌত্র সূত্র রচনা করে অরণ্যবাসী ঋষিদেরকে শিখাতে লাগ্‌লেন যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড, কোন ঋষি আবার গৃহ্য-সূত্র প্রচার করে গৃহস্থদের শেখাতে আরম্ভ করলেন কর্মকাণ্ডেরই রীতি-নীতি। এই সময়েও অবশ্য কিছু ঋষি দর্শনসূত্র প্রণনয় করে জ্ঞানবলে ভগবান বা ঈশ্বরের সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অনুসন্ধানে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা ক্রমেই নগণ্য থেকে নগণ্যতর হতে লাগ্‌লেন। সারা দেশ জুড়ে উড়তে লাগ্‌ল কেবল কর্মকাণ্ডেরই বিজয়কেতন। তার কারণও অবশ্য ছিল। দর্শন সূত্র যাঁরা রচনা করলেন, তাঁদেরও একজনের সঙ্গে অন্যের মতের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ফলে, সাধারণ মানুষ হয়ে পড়লো বিভ্রান্ত। কোন্ মুনি বা কোন্ ঋষির মতকে যে তারা পথ বলে বেছে নেবে—তা ভেবে ওঠা তাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হল না বলেই, তারা কর্ম্মকাণ্ডের বাঁধা-ধরা সহজ পথের দিকেই ঝুঁকে পড়লো। এই সময়ে কপিলমুনি আবার অদ্ভুৎ এক কথা প্রচার করলেন। তিনি বল্‌লেন তাঁর সাংখ্যসূত্রে—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ (৫।২)। যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বই কেউ প্রমাণ করতে পারে না, সুতরাং—নেশ্বরাধিষ্ঠীতে ফলনিস্পত্তিঃ কর্মনা তৎসিদ্ধে (৫।৬৫)। সেইহেতু ঈশ্বরাধিষ্ঠীত কারণে কর্মকাণ্ডের ফল কিছু যে পাওয়া যাবেই, তেমন পরিণামের কথাও কেউ প্রমাণ করতে পারে না। শেষে অবশ্য কপিল সমস্ত জীবের আদি বীজরূপ এক পুরুষকে মেনে নিয়েছেন (৩।৫৭)। ওদিকে যোগসূত্রে পতঞ্জলি বল্‌লেন—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তিন কাল থেকে পৃথক এবং আত্মা থেকে যিনি স্বতন্ত্র, ঈশ্বর তিনিই (১।২৪)। অতএব, সংঘাত শুরু হল কপিল আর পতঞ্জলির অনুসারীদের মধ্যে। কনাদ আবার ঈশ্বরের নামটা পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে নারাজ। তিনি বল্‌লেন—বৃক্ষেতে যে রস সঞ্চার হয়, অদৃষ্টই তার কারণ, (বৈশেষিক ।৫।২।৭)। মহর্ষি গৌতম তার ন্যায়সূত্রে বুঝাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাইলেন—ঈশ্বর আছে বৈকি ! ঈশ্বরই কারণ। এবং সেই কারণেই মনুষ্যকৃত কর্ম সব সময় সফল হয় না (২।১।১৯)। ঋষি জৈমিনি স্বীকার করলেন ব্রহ্মের অস্তিত্বকে তাঁর প্রণীত পূর্ব মীমাংসায় (১২।১।৩৬)। মহর্ষি বদরায়ণ সমস্ত উপনিষদের সারটুকু তুলে তাঁর বেদান্তসূত্রে অপূর্ব্ব এক মীমাংসা উপস্থাপিত করলেন ভগবান বা ঈশ্বরতত্ত্বের। তিনি কপিল-কণাদ-গৌতমের মত খণ্ডন করে এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রচার করলেন। তিনি বল্‌লেন—জন্মাদাস্য যতঃ। যাঁর কারণে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ তিনিই ব্রহ্ম (১।১।২)। তিনি আরও জানালেন—পরাত্তু তচ্ছ্রুতে (২।৩।৪১)। কি কর্তৃত্ব, কি ভোক্তৃত্ব—সমস্তই পরমাত্মার অধীন। যখন সমস্ত দেশ জুড়ে চল্‌ছে এম্‌নি পরস্পর বিরোধী মতবাদের সংঘর্ষ প্রতি মুহূর্ত্তে, যখন কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ডের প্রচণ্ড সংঘাতে ব্যথিত, বিব্রত, শঙ্কিত জনসাধারণের হৃদয়, ঠিক সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ লগ্নে, মথুরা নগরীর কারাগৃহে উদিত হলেন এক সহস্রাংশু পুরুষ সূর্য্য—বসুদেব নন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় শোনা গেল সেই অমিতবীর্য্য পুরুষের বজ্রনির্ঘোষ—'বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড এবং উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড উভয় পন্থাতেই মোক্ষলাভ সম্ভব।' তিনি সাংখ্যের 'প্রধান' যোগের 'ঈশ্বর', বৈশেষিকের 'পরমাণু', ন্যায়ের 'কারণ', এবং মীমাংসার ব্রহ্মকে 'ঈশ্বর' বলে গ্রহণ করে, এতদিনের এত মতবিরোধ, এত বাদ প্রতিবাদের অবসান ঘটিয়ে, এক মহাসমন্বয়ের উদ্বোধন করলেন চিরকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবনদর্শনের ভাণ্ডার গীতার মধ্যে দিয়ে। কর্মযোগীদের উদ্দেশে তিনি ঘোষণা করলেন—যিনি কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে চরপরিতৃপ্ত, যিনি কারও আশ্রয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হলেও তাঁর কিছুমাত্র কর্ম করা হয় না।......যিনি সামান্য লাভেও সন্তুষ্ট, যিনি শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, যিনি অজাতশত্রু, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমদৃষ্টিতে দেখেন, তিনি কর্ম করলেও কখন কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না (গীতাঃ ৪র্থ অধ্যায়)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার ঐ গীতার মধ্যেই বসুদেবনন্দন জ্ঞানমার্গীদের উদাত্ত আহ্বানে জানালেন—যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করতে চান, কর্ম্মই তাঁর সহায়। আবার যিনি যোগে আরোহণ করেছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁর সহায় (গীতাঃ ৬।৩) ! এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে, পরস্পরের চিরশত্রু দুই ভাবধারা, কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডকে, নিজ প্রজ্ঞার স্রোতে টেনে এনে মিলিয়ে একাকার করে দিলেন। এবং এর পরেই সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক যে বাণী বিদ্যুতের জ্বালা সৃষ্টি করে মুহূর্ত্তে উদ্‌ভাসিত করে তুল্‌ল তত্‌কালীন ভারতের বিভ্রান্তিদীণ চিন্তাকাশকে, সেটিও গীতার বুকেই প্রকাশিত হয়েছে ক্লান্তিহীন ক্রান্তি-ঘোষক শ্রীকৃষ্ণেরই তেজঃদৃপ্ত জিবহাগ্র থেকে। ঋগ্বেদের যুগে স্ত্রীপুরুষের যজ্ঞ ও পূজায় ছিল সমান অধিকার। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ বলে কোন জাতির প্রাধান্য ছিল না। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ বল্‌তে কোন জাতকেও বুঝাতো না। কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন রাজারাজরাদের প্ররোচনায় কতকগুলো স্তোতা এবং হোতা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ-জাতি বলেই কেবল প্রচার করলো না, তারা যে সমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠ তাও ঘোষণা করলো লজ্জাহীন স্পর্ধায়, তখনই তারা স্ত্রী·বৈশ্য শূদ্রকে আদেশ প্রদান করলো—তোমরা পূজো-যজ্ঞ করতে পারবে না। বৈশ্য-শূদ্রকে নীচ জাতি আখ্যা দিয়ে—তাদের ব্রাহ্মণদের সেবক বলে চিহ্নিত করলো। সেই ঘোরতর অন্যায় এবং আত্মম্ভরী মানববিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে অশনি গর্জনে তুর্য্যনাদ করে, শ্রীকৃষ্ণ বল্‌লেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক সকলেই সেই পরমপুরুষকে আশ্রয় করে অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করতে পারে। গীতাঃ ৯ম অধ্যায়)। এরপর, এলো পুরাণের যুগ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন –যে ভক্তিসহকারে আমাকে কেবল পত্র পুষ্প-ফল ও জল প্রদান করে, আমি সেই সংযমী ব্যক্তির প্রদত্ত সবকিছু গ্রহণ করি (৯।২৬)। পুরাণে তাই পত্রপুষ্প-ফল-জল নিয়ে সহজ উপাসনার পথ প্রদর্শিত হল। বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডে সেই মণ-মণ ঘি, কাঠ আর তিল-ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা ক্রমেই অপসারিত হল, শত অশ্বমেধের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীভৎসতা, যজুর্বেদের অশ্বমেধ যজ্ঞের অসহনীয় অশ্লীলতা (যজুঃ ২৩।২০, ২১, ২২, ২৩) আর সমাজ জীবনে প্রাধান্য লাভ করতে পারলো না। ক্রমে পুরাণপ্রণেতারা ঈশ্বরের নানা রূপ প্রচার করে সাকার উপাসনার প্রবর্ত্তন করলেন। যার যে রূপটি ভাল লাগ্‌বে, সে যাতে সেই রূপকেই পূজো করতে পারে, কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্য-টুকুকে মনের মধ্যে রেখে, পুরাণকাররা ঈশ্বর বা ভগবানের অসংখ্য রূপ কল্পনা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বার বার বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বরের যে রূপের কথা পুরাণকারগণ বলেছেন, তার কোনটাই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ নয়, শুধুই কল্পনা (মার্কঃ পুরাণ—৪ অধ্যায়)। এই ভারতের বুকেই যখন নিরীশ্বরবাদী জৈন ও বৌদ্ধদের প্রবল পরাক্রম পরিব্যাপ্ত চুতুর্দিকে, যখন ভারতের সনাতন ধর্ম্ম প্রায় বিলোপের পথে, সেই মহাযুগ-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন প্রাজ্ঞ চূড়ামণি অনন্যকর্মা তাপস শঙ্করাচার্য্য। তিনি প্রত্যয় দৃঢ় স্বরে জৈন এবং বৌদ্ধদের মতবাদ খণ্ড বিখণ্ড করে বলে উঠ্‌লেন—ব্রহ্ম থেকেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই জগতের স্থিতি এবং ব্রহ্মেই জগতের লয় (শারীর ভাষ্য—১।১।২)। তন্ত্র কিন্তু ঈশ্বরের বর্ণনা করলো এক আকর্ষণ শক্তি রূপে (বারাহীতন্ত্র, পটল-৬)। শৈব-কণ্ঠে ধ্বনিত হল—তং প্রপদ্যে মহাদেবঃ সর্ব্বজ্ঞম পরাজিতম। বিভূতিঃ সকলং যস্য চরাচরমিদং জগৎ (শিবপুঃ বায়ু সংহিতা ১।৭)। শাক্ত-ওষ্ঠে উচ্চারিত হল—নমো দেব্যৈঃ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃতৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্‌ মার্কণ্ডেয় ৮৫।৭)। বৈষ্ণব গেয়ে উঠ্‌লেন—অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে। সদৈক রূপ-রূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে (বিষ্ণু পুঃ—১।২।১৪)। সমস্ত সংস্কার মন থেকে সরিয়ে ফেলে, যদি ওপরের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় তিনটির বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ টুকু কেউ অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে অনায়াসেই এ-সত্যটুকু উপলব্ধি করতে তার কষ্ট হবে না যে, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—ওঁরা সকলেই ওঁদের ভিন্ন ভিন্ন নামের দেবতাকে উদ্দেশ্য করে সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই স্তুতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছেন অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উজাড় করে দিয়ে, তাই নয় কি?' এই পর্য্যন্ত বলার পর সন্ন্যাসিনী থাম্‌লেন। তারপর, এক সুগভীর সুপ্তিসমুদ্র থেকে উঠে এলেন যেন—এম্‌নিভাবে অধরাগ্রে স্বর্গীয় হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে পুনশ্চ বল্‌লেন, 'আর নয়, মিনসা, আজ এখানেই শেষ। ভগবানের খোঁজ করছো কিনা, তাই আদিকাল থেকে ভগবান নিয়ে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে—সেটা তোমার জানা চাই আগে। তাই তো এতক্ষণ শুধুই এত বক্‌বক্‌ করতে হল আমাকে। সংক্ষেপে যেটুকু বল্‌লাম, তাতেই কাজ চলে যাবে তোমার। বাকী যা বুঝবার দেখ্‌বার আর শুনবার রইল, সে সব দেখ্‌বা গিয়া কাল দেবপ্রয়াগে।' বলেই আবার নিজেকে শুধ্‌রে নিলেন—'নাঃ কাল তো হইব না! কাল দেবপ্রয়াগে বাস্‌ গিয়া যখন পৌঁছাইব, তখন কি আর বেলা থাকৃব? কাল হইত না। কাল রাত্তিরটা কোন মতে দেবপ্রয়াগে কাটাইয়া, পরশু তোমারে লয়্যা যায়েস্‌ অখন নেত্রামা'র পায়ের কাছে। পরশুও না যাইতে পারলে কিন্তু নেত্রামার দেখা আর পাবানা মিন্‌সা, মনে রাইখো।'

হিরন্ময়ী লক্ষ্য করলেন যতক্ষণ আশামায়ি ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাচ্ছিলেন অনর্গল কথনে, একটিও পূর্ব্ববঙ্গীয় শব্দ উচ্চারণ করেননি তিনি। অথচ, যেই সাধারণ আলোচনায় নেমে এলেন, অমনি আরম্ভ করলেন বরিশালী ঢং-এ কথা বলতে। এ এক লক্ষণীয় ব্যাপার বটে।

হিরন্ময়ী উঠে গিয়ে, উদ্বেলিত ভক্তিতে সন্ন্যাসিনীকে প্রণাম করে মিনতির সুরে আবেদন জ্ঞাপন করলেন—'আমাদের তিন-জনকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, মায়ি, দেবপ্রয়াগে। ঐ ছেলেকে ছেড়ে একা আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।'

ব্যাকুল কণ্ঠে জয়ন্ত শুধালো—তুমি ভগবানের দেখা পেয়েছ মায়ি?' 'এ প্রশ্নের জবাবটা এখন তোলা থাক মিন্‌সা, পরে শুনলেই তো চলব।' 'কিন্তু আমি কি ভগবানের দেখা পাবো? আমি যে তোমার মত এমন সুন্দর করে সব বুঝতে পারি না, বুঝাতে পারি না?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসতে হাসতে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তের দুই গালে দুই হাত রেখে স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন—'ছ্যামড়াটার কেমন কথা শোন। ও নাকি ভগবানকে দেখতে পাবে না। নিশ্চয় পাবা, মিন্‌সা, নিশ্চয় পাবা। তোমার মত আধারের কাছে ধরা দিবার জন্য—ভগবান নিজেই যে পাগল হয়ে থাকে সব সময়।' কথার শেষের দিকে, সহসা কেন যে সন্ন্যাসিনীর দুই আঁখির রেখায় অশ্রু এসে দেখা দিল, বিনয়-রঞ্জনের সাধ্য হল না তার কারণ খুঁজে বের করার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেদারখণ্ডে দেবপ্রয়াগের আর এক নাম ত্রিকূটাচল। তিনটি পৃথক পৃথক পর্বত শৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থলে সঙ্গম ঘটেছে দুই গিরিকন্যা —অলকানন্দা এবং ভাগীরথীর। একটি পর্ব্বত শৃঙ্গের নাম— গৃধ্রাচল। বলা হয় ঐ পর্বতেই নাকি জটায়ু পক্ষীর আবাস ছিল। দ্বিতীয় শৃঙ্গের নাম নৃসিংহাচল—নৃসিংহদেবের তপস্যাপীঠ বলে কথিত। তৃতীয়টি হচ্ছে দশরথাচল। এই পর্ব্বতারণ্যেই নাকি রাজা দশরথ মৃগয়া করতে এসে মৃগভ্রমে শব্দভেদীবাণে হত্যা করে-ছিলেন অন্ধমুনির পুত্র শ্রবণ কুমারকে।

দেবপ্রয়াগে একটি রাত্রি অতিবাহন করে, পরের দিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, মাঘের প্রচণ্ড শৈত্যকে তুচ্ছ করে, আশামায়ি প্রথমে গিয়ে তিনটি ডুব দিয়ে নিলেন অলকানন্দা—ভাগীরথীর সঙ্গম বারিতে। বিনয়রঞ্জন, শৈলজা অনেক অনুরোধ করেছিলেন সন্ন্যাসিনীকে মাঘের শেষ রাত্রে অমন বরফ গলা জলে স্নান না করতে। উত্তরে হেসেই বলেছিলেন মায়ি—'তা কি হয়? নেত্রামার কাছে যাবো, সঙ্গমে স্নান না করলে কি চলে? তারপর, কাপড় পরিবর্ত্তন করে, ভিজে কাপড় সঙ্গম ঘাটেরই উপরে অবস্থিত ছোট গুম্ফাটির মধ্যে ছড়িয়ে বিছিয়ে রেখে, জয়ন্তের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘাট থেকে ওপরে উঠতে উঠতে বললেন—'কাল আবার যখন স্নান করতে আসবো, ততক্ষণে ও কাপড় শুকিয়ে যাবে।'

জয়ন্ত আশংকা ব্যক্ত করলো—'কেউ যদি চুরি করে নেয় কাপড়টা?' ব্রহ্মমুহূর্তের নিরন্ধ্র নৈঃশব্দ্য খান্ খান্ করে দিয়ে খল খল করে হেসে উঠে মায়ি বললেন—'যে গেরুয়া পরেছে, তার নিজের বলতে আর কি কিছু থাকে যে, কেউ চুরি করবে?'

বিনয়রঞ্জনের গত রাত্রি থেকেই সর্দি জ্বর হয়েছিল, তিনি জয়ন্ত এবং আশামায়ীর সঙ্গে যেতে পারলেন না বলে, শৈলজাও থেকে গেলেন স্বামীর কাছেই। কেবল হিরন্ময়ী এবং জয়ন্ত যাত্রা করলো সন্ন্যাসীনীর সঙ্গে, দশরথাচলের দিকে। বাসের রাস্তা থেকেই সোজা উঠে গেছে একটা পথ দেখতে পাওয়া যায়। সেই পথ ধরেই উঠতে আরম্ভ করলেন তিনজন। অধীর ব্যাগ্রতায় জয়ন্ত জানতে চাইল, 'এই পাহাড়ের চূড়োয় উঠলেই কি ভগবানের দেখা পাওয়া যাবে, মায়ি?' অবিশ্বাস্য গতিতে দশরথাচলের গা বেয়ে উঠতে উঠতে সন্ন্যাসিনী উত্তর দিলেন, তার দেখা কে যে কখন কোথায় কিভাবে পায়, তা কি কেউ কইতে পারে, মিন্সা?' ঘণ্টা তিনেক ক্রমাগত চড়াই এর পথ অতিক্রম করে, চীর গাছের জঙ্গলের মধ্যে সেই গুহাটার সাম্নে এসে দাঁড়ালো তিনজনে, যে গুহার মধ্যে রয়েছে শ্রবণ ঝর্ণা। এই ঝর্ণাতেই নাকি পিতামাতার জন্য জল আহরণে এসে বাণ-বিদ্ধ হয়েছিল শ্রবণকুমার। আশামায়ি জানালেন—'যখন পাহাড়ের চূড়োগুলো সাদা হয়ে যায় তুষারপাতে, যখন পাহাড়ের ওপরের অন্য সব ঝর্ণার জল ঠাণ্ডায় জমে যায়, তখনও আমি এসে দেখেছি, শ্রবণ ঝর্ণার জল জলই আছে, বরফ হয়ে যায়নি। শ্রবণঝর্ণার তুহিন শীতল জলে পিপাসা দূর করে, আবার কিছুটা এগিয়ে যেতেই, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জয়ন্ত 'চারিদিকে এত বড় বড় হাতী, ঘোড়া সব এলো কোথা থেকে মায়ি?' আশামায়ি প্রস্তর নির্মিত বিরাট হাতীটির পায়ের ওপর হাত রেখে বললেন—'এখানকার লোকদের অবশ্য বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই হাতী ঘোড়া এসেছিল দশরথের সঙ্গে মৃগয়ায়। পরে, মুনি-পুত্রের শোকাবহ মৃত্যুতে, দুঃসহ অন্তর্দাহে তারাই সব পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু, আসলে, এগুলি বোধ হয়, দশরথের পরবর্তী যুগের কোন রামায়ণ ভক্ত শিল্পীরই কীর্তি।

চল্‌তে চল্‌তে সন্ন্যাসিনী হিরন্ময়ীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—কি গো মা, হাঁপায়ে গেছ বুঝি? আহা, অভ্যাস নাই তো! এবার এসে গেছি দশরথাচলের চূড়ায়, আর দেরী নাই। ওখানে দেখতে পাবা একজন মানুষের মত মানুষকে। ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা। বিলেত-আমেরিকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিন বিষয়ে এম. এ। নাম শঙ্খধর যোশি। প্রত্নতত্ত্ব আর জ্যোতির্বিদ্যায় মস্ত বিশারদ। কিন্তু এই যে বরফের হাওয়া বইছে শোঁ শোঁ করে, এরই মধ্যে দেখতে পাবা সে খালি গায়ে বসে আছে এই পাহাড়ের চূড়ায়। এই পাহাড়েরই ঐ ধারে কী ভয়ঙ্কর জঙ্গল! সেখানে বুনো শূয়োর, পাহাড়ী জঙ্গলী কুকুর, হিংস্র নেকড়ে, অজগর সাপের ছড়াছড়ি। ঐ জঙ্গলের ভিতর দিয়া মাঝরাতেও যোশিজী নিত্য যাতায়াত করে। যে রাতে বরফ পড়া শুরু হয় গাড়োয়ালের এ অঞ্চলের পাহাড়ে পাহাড়ে, সে রাতেও দেবপ্রয়াগের লোকেরা শুন্‌তে পায় পাহাড়ের গা বেয়ে খালি পা খালি গায়ে হেঁটে যাওয়া একাশী বছরের শঙ্খধরজীর উচ্চকণ্ঠের স্তোত্রপাঠ। বিয়া শাদীর ধারও মাড়ায় নাই কখনো। একখানা খদ্দরের কাপড়েই ওর শীতের রাত কেটে যায় বিনাক্লেশে।' 'উনিই বুঝি আমাকে ভগবান দেখাবেন, মায়ি?' জয়ন্তের উৎসুক কৌতূহল। 'তা আমি কইবার পারি না, মিন্‌সা। সেটা তার ইচ্ছা। তবে, আমি তার কাছে অখনে যাইতেছি অন্য কারণে। সে আমাদের ঐ ভয়ঙ্কর জঙ্গলটার মধ্যে রাস্তা না দেখাইলে, নেত্রামার কাছে কি পৌঁছিতে পারেম আম্‌রা? আমি যে এদিক্‌কার পথ সব জানি না।'

পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছে, চারিদিকের দৃশ্য দেখে জয়ন্ত আর হিরন্ময়ীর নয়ন যেন জুড়িয়ে গেল। দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পেছনে—যেদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকায়—সেদিকেই বরফের জটা মাথায় নিয়ে শুচিশুভ্র পর্ব্বতগুলি যেন এক একটি তপস্যামগ্ন মুনি। তারই ওপরে গিয়ে পড়েছে শীতের সূর্য্যের স্তিমিত রক্তাভা। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। একটিমাত্র পর্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে—এতগুলি তুষারমৌলী পর্বত চূড়া দর্শনের সৌভাগ্য কি জয়ন্ত বা হিরন্ময়ীর এর আগে আর কখনও হয়েছে ?

সত্যি সত্যিই সম্পূর্ণ আবরণহীণ সেই সুগঠিত দেহের উপরার্ধ, পরিধানে কেবল একটি ধূতি। দেহের মতই নগ্ন তাঁর অস্বাভাবিক রকমের বড় দুটি পা ও। জয়ন্ত বুঝতে পারলো—সন্ন্যাসিনীর বর্ণনা ক্রটীহীন। যোশিজ্বী দাঁড়িয়ে ছিলেন একা সেই জনহীন, শব্দহীন, ঝড়ো হিমবায়ু তাড়িত পর্ব্বতশীর্ষে। আশামায়ির আবহানে মুখ ঘুরিয়ে, আশামায়িকে দেখতে পেয়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন এক মুহূর্ত্তেই। দ্রুতপদে এগিয়ে এসে মায়ির চরণস্পর্শ করতেই, আশামায়ি প্রতিবাদের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'এ তোমার ভারী অন্যায় যোশিজ্বী, তোমার মত মানুষ আমার পায়ে হাত দেবে কেন ? আমাকে নরকে না পাঠিয়ে বুঝি শান্তি পাচ্ছ না ?' হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে যোশীজ্বী বললেন,—'আর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছ বলে, আমাকেও ফাঁকি দিতে চাও মাতাজ্বী ? এই পার্ব্বত্য পরিবেশে দাঁড়িয়ে যে পার্বতীর ধ্যান করছিলাম এতক্ষণ, তুমি যে আমার সেই ধ্যান থেকে উঠে আসা জীবন্ত পার্ব্বতী মা।

অধৈর্য্য জয়ন্ত এই সময় হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—'এই, তুমি আমায় ভগবান দেখাতে পারো ?' চকিত দৃষ্টি ছেলেটার দিকে ফিরিয়ে, হাসিমুকুলিত আননেই অতি সহজভাবেই জবাব দিলেন প্রজ্ঞাপ্রবীণ মানুষটি—'নিশ্চয় পারি। তুমি ভগবানকে দেখতেই বুঝি এত উঁচুতে উঠে এসেছ ?' আশামায়ি বললেন—'ওকে নেত্রামার কাছে নিয়ে যাবো বলে এসেছি। ছেলেটা ভগবান ভগবান করে নাওয়া খাওয়াও ভুলতে বসেছে, এমনই অবস্থা।' যোশিজ্বী এবার মন দিয়ে কিছুক্ষণ জয়ন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে, শুধালেন, 'ভগবান তো তোমায় নিশ্চয় দেখাবো। কিন্তু তার আগে বলোতো ভগবান বল্‌তে তুমি কি বোঝ?'

সপ্রতিভ জয়ন্ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'বারে, ভগবান যে কি, কেমন দেখতে, কোথায় সে থাকে, তা তো তুমিই বলে দেবে আমাকে। আমি কি তার কিছু জানি? ভগবানকে খুঁজতে গেলাম বই-এর মধ্যে, সেখানে নানা দেবতার কথা ঠাসা, ভগবান কোথাও নেই। যেসব বই-এ দেবতার কথা নেই, সেসব বইয়ে এক একজন এক একরকম ভাবে ভগবানের বর্ণনা দিচ্ছে। এখন কার বর্ণনাটা যে ঠিক, তা বুঝ্‌বো কেমন করে বলো তো?' সামান্য একটি বালকের মুখের আশ্চর্য্য প্রশ্ন শুনে পুনর্বার উচ্চহাস্য রোলে গগনপবন মুখরিত করে শঙ্খধর বললেন—'যার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি, বুঝতে পারিনি, অথবা সবচেয়ে কম বুঝেছি, তাঁকে নিয়েই আমরা, মানুষেরা, যুগ যুগ ধরে সবচেয়ে বেশি বই লিখে চলেছি— Volumes after volumes. কেউ বলছি—আছে, কেউ বলছি—নেই। কেউ বলছি সে—সাকার, কেউ বলছি নিরাকার। কেউ বুঝোচ্ছি—এমনি করলে তাকে পাওয়া যায়, কেউ হলফ্‌ করে বলছি—আমনি করলে তাকে লাভ করা সম্ভব। আসলে, বেশির ভাগই আমরা কিন্তু কেউ কিচ্ছু বুঝিনি আজও তার সম্বন্ধে। এমন কি, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমাদের অধিকাংশই এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি বলেই, আমরা যার যেমন খুশি গ্রন্থ রচনা করে চলেছি তার সম্বন্ধে—সেটা, সব বইগুলোর ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলোলেই বুঝতে পারবে। —ঠিক তুমি যেমন পেরেছ।' একটু-ক্ষণের জন্য নীরব হলেন একাশী বছরেও পেশীদৃঢ় যাঁর সুঠাম নীটোল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই প্রবীন যুবক। তারপর আবার বললেন—'মজাটা কোথায় জানো? তুমি যাকে ভগবান বলতে চাচ্ছ, সেই মহাশক্তির আস্বাদন যাঁরা সত্যিসত্যিই পেলেন কিছুটা, তাঁরা নিজেরা কিন্তু কখনো মোটা মোটা গ্রন্থ লিখে যাননি। বুদ্ধ লেখেন নি, যিশু লেখেন নি, চৈতন্য লেখেন নি, শ্রীরামকৃষ্ণ লেখেন নি, কাশীর মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ীও লেখেন নি। যা কিছু তাঁদের বাণী বলে প্রচার করা হয়েছে, এবং হচ্ছে, তার বেশির ভাগই তাঁদের অনুবর্তী বা অনুগামী-দের লেখা বই-এর মধ্যে আমরা পাই। কেমন স্থূল বুদ্ধি আর গুরু পাণ্ডিত্যের উত্তমাহং ভাব নিয়ে কি-সূক্ষ্মতম যে ঈশ্বরানুভূতি—তা কেউ পেতে পারে ?' 'আচ্ছা, এই যে এত মঠ, আশ্রম, মিশন —ওগুলো কেমন জায়গা ?' প্রশ্ন করলো জয়ন্ত। শঙ্খধর কেমন যেন কিন্তু কিন্তু করে জবাব দিলেন, 'জায়গা তো ভালই। কিন্তু, আজ যে দেখছ যিশুর নামে এত মিশন, চৈতন্যের নামে এত মঠ, শ্রীরামকৃষ্ণের নামে এত আশ্রম, এত মিশন—তাদের একটিও কি তাঁদের জীবদ্দশায় সংগঠিত হয়নি। সবারই সৃষ্টি তাঁদের দেহাবসানের পরে। মঠ-মিশন-আশ্রম এগুলো তো ভাল উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত। মানুষকে বাঈজীর গান, ক্যাবারে নাচ আর উৎকট রুচির সিনেমা নাটক থেকে সৎসঙ্গে টেনে আনার প্রয়াসেই ওগুলির সৃষ্টি। প্রবচন, কথকথা, কীর্তন ভজন—এ সবের নিত্যসঙ্গ করলে একশো জনের মধ্যে চার জনের মনেও তো অন্ততঃ আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হতে পারে, সেটাই তো মস্ত লাভ। কিন্তু ঐ যে প্রায় প্রতিটি মঠ-আশ্রম-মিশনের একটা ভাব আছে—এসো, আমাদের এখানে এলেই তোমাকে ঈশ্বর পাইয়ে দেবো—আশ্রম-মঠ-মিশনের পরিচালকদের ঐ ভাবটা কিন্তু একটা বিরাট ধোকাবাজী।'

'তবে লোকে গুরু করে কেন ?'

'গুরু তার জীবনপথের নির্দেশ দেবে বলে ! কিন্তু গুরু যখনই এমনি ভাব দেখাবেন যে, তিনি যেন ইচ্ছা করলেই তাঁর শিষ্য বা শিষ্যাকে ঈশ্বর দেখিয়ে দিতে পারেন, বাড়ী গাড়ী-অর্থ-সম্পত্তি পাইয়ে দিতে পারেন, তখনই তাঁর পতন। আরে বাবা, তেমন আধার ক'টা পাওয়া যাবে দুনিয়ায়, যার পক্ষে ঈশ্বরানুভূতি লাভ সম্ভব ? এই তো, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বয়ং দীক্ষা দিয়েছিলেন বেশ কয়জনকে। কিন্তু তাদের মধ্যে অন্য একজনও কি হতে পেরেছিল বিবেকানন্দের মত ? পারে নি। তার কারণ, নরেনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধারই যে ছিল অন্য ধরণের। তাই, তেমন আধার না পেলে, কোন গুরুরই সাধ্য নেই কাউকে ঈশ্বরানুভূতি দেবার একমুহূর্ত্তের জন্যেও।'

'কিছুদিন আগে কল্‌কাতায় দেখেছিলাম—বিরাট এক যজ্ঞ হল দশদিন ধরে। তখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, যজ্ঞ কেন করে এরা এত লক্ষ টাকা খরচ করে, এত ঘি, কাঠ আর তিল আগুনে দিয়ে? যজ্ঞ করলে কি হয়?' জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো।

'কি আবার হবে? কিছু ব্রাহ্মণের কিছুদিনের মোটা রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হয়। যারা যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের বেশ ভালরকম আত্মপ্রচার হয়, এবং তারই ফলস্বরূপ দশজনের প্রণামী আর দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠানের তহবিল বেশ কিছুটা স্ফীত হয়ে ওঠে। আমার মত্ যদি চাও, তাহলে আমি বল্‌বো, আজকাল্ যজ্ঞের নামে যে কাণ্ডটা করা হয়, সেটা কেবলই যজ্ঞ নয়, সেটা হচ্ছে শিশুমেধ যজ্ঞ। যে দরিদ্র দেশে শতকরা পাঁচটা শিশুও সারা মাসে দুধ খেতে পায় না এক ফোঁটা, সেই দেশেরই কতকগুলি ধর্ম্মোন্মাদ স্বার্থসন্ধ মানুষ কয়েক শো মণ দুধ থেকে তৈরী ঘি স্রেফ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্‌ছে দশ দিন ধরে? এর চেয়ে বড় পাপ আর কি হতে পারে?'

বড় ভাল লাগছে জয়ন্তের আজ হিমেল হাওয়ার ঝাপ্‌টার মধ্যেও অনাবৃত দেহে দাঁড়িয়ে থাকা এই শালপ্রাংশুমহাভুজ জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষটির সান্নিধ্য। প্রতিটি বাক্যে এঁর যেন বিদ্যুতের চমক্। এঁর প্রত্যয়মাখা বাচনভঙ্গীর সঙ্গে মোহিত দাদাবাবুর কোথায় যেন একটু মিল আছে। এইবার সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেসা করলো জয়ন্ত—'আচ্ছা, সবাই বলে— কঠোর সাধনা না করলে কখনও ভগবানের দেখা পাওয়া যায় না। আমি তো কোনদিন কঠোর সাধনা করি নি, তবে আমি কেমনভাবে দেখতে পাবো ভগবানকে?' আবার সরল উদার হাস্যলহরী তুলে শঙ্খধর বল্‌লেন 'কে বলেছে তুমি কঠোর সাধনা করছো না? এতটুকু বয়েসে, ঘরবাড়ী বাবা-মা ছেড়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদূরে এসে, কত কষ্ট সহ্য করে এত উঁচু এই জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের চূড়য়ে যে উঠেছ, তা কিসের জন্যে ? অন্য কোন কারণে নয়, তুমি কেবল চাচ্ছ ভগবানকে দেখতে। এটাও তো তোমার মত ছোট ছেলের পক্ষে, নিশ্চয়ই এক কঠিন সাধনা।'

'একে তুমি সাধনা বল্‌ছো ?' জয়ন্তের স্বরে বিস্ময়, 'সাধনা-তো এক জায়গায় পদ্মাসনে সোজা হয়ে বসে বছরের পর বছর ধরে করতে হয়।'

'না, না। সাধনা কেবল অম্‌নি ভাবেই করেনা। মানুষ সাধনা করে, নানা পথে নানা ভাবে। যে ধনী হতে চায়, সে ধনের জন্য রাতদিন ভাবে, কিরকম করে ধন সংগ্রহ করা যায়—তারি পথ খোঁজে, বছরের পর বছর চলে তার চেষ্টা—সেটাও সাধনা। যে মস্ত লেখক হতে চায়, সে বছরের পর বছর কেবল লেখে আর লেখে, সে লেখা ছাড়া আর অন্য কিছু কথা ভাবতেই ভালবাসে না। এই একাগ্রতাকেও সাধনাই বল্‌তে হবে বৈকি। যে জুতো সেলাই করতে পছন্দ করে, সে যদি সেই জুতো সেলাইয়েই পুরোপুরি মেতে উঠতে পারে, তবে নিশ্চয়ই সেটাও তার সাধনাই। যে গৃহিনী নিজের সুখ-সাধ সব ভুলে, কেবল স্বামী-পুত্র-কন্যার সেবাতেই নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিতে পারে, সেই গৃহিনীর ঐ সেবাব্রতই যে এক বিরাট সাধনা। যে গানে ডুবে যাবে, সে গানের সাধক, যে ছবি আঁকাতেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারবে, সে শিল্পসাধক। —এমনি ভাবে যার যেটা সবচেয়ে ভাল লাগে, সে তাতেই যখন মেতে গিয়ে নিজেকেও ভুলে বসে প্রায়, তখনই বুঝতে হবে—সে সাধনা করছে। তুমি ভগবানের সন্ধানে সবচেয়ে আনন্দ পাও বলেই না—এই মাঘ মাসের শীতের মধ্যেও হিমালয়ের পর্বতে, কন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছ—এত পরিশ্রম, এত কষ্টকে হাসি মুখে মেনে নিয়ে! তাই, এটাকেও আমি সাধনাই বলেছি একটু আগে।' জয়ন্ত জানতে চাইল, শঙ্খধরজীর কথাই যদি সত্য হবে, তবে আজও জয়ন্ত ভগবানের দেখা পায়নি কেন ? উত্তরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্খধ্বরজী বললেন—হয়তো দেখা পেয়েই গিয়েছ, কিন্তু চিন্‌তে পারো নি। তাকে চিন্‌তে পারাই যে কঠিন। ভগবান কার কাছে কখন যে কি রূপ নিয়ে দেখা দেবে—কোন্ শাস্ত্রের সাধ্য আছে তা বলবে?' এই বলে, মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে, কিছুটা যেন স্মৃতি-চারণের মত করেই আবার বলতে থাক্‌লেন—'যখন কল্‌কাতায় বি. এ পড়ি, তখন বাংলা শিখে, অনেক বাংলা বই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সময়েই পড়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অপূর্ব বাণীটি—সচ্চিদানন্দ হরি বহুরূপী। তিনি এক, তিনি অনন্ত, তিনি বিশ্বরূপী ভগবান। ......যাহার যে নামে, যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই নামে সেই ভাবে ডাকিলেই ঈশ্বরলাভ হয়। একথা অনেক আগে গীতাতে শ্রীকৃষ্ণও বলে গেছেন। তিনিও বলেছেন - যে যেই ভাবে তাকে ডাকে, সে সেই ভাবেই তাকে পায় (গীতা ঃ নবম অধ্যায়)। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমার ছোট্ট বাবুসাহেব—ঐ যে লেখক লেখার সাধনায় মত্ত, লেখাই ওর কাছে ঈশ্বর, কারণ, ঐ লেখাকে যে সে প্রাণমন দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। তাই লেখার সাধনায় তার এত আনন্দ। সঙ্গীতে যে ডুবে আছে, জান্‌বে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই সে ভগবানের সাধনা করছে, ঐ সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই তার ঈশ্বরানুভূতি হয়তো আস্‌বে একদিন। এই সহজ সত্যটাকে কিছু বিদ্যাদম্ভী পণ্ডিত আর কয়েকটি স্বার্থসর্বস্ব গুরু তাদের কথার প্যাঁচে ফেলে, বাগাড়ম্বরের যাঁতায় পিশে—গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখে এমনই ভয়ানক রকম দুর্বোধ্য করে তুলেছে যে, সাধারণ মানুষ ভাবতে বাধ্য হয়—ভগবান বা ঈশ্বর বুঝি অনেক দূরের কোন অতি দুর্লভ বস্তু। আসলে কিন্তু তা নয়। রবি ঠাকুর ঐ গ্রন্থকীট পণ্ডিতদের কথা মনে রেখেই সেই সুন্দর লাইন দুটি লিখেছিলেন মনে হয়—

ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
এই তো সবই সোজাসুজি।

লালন ফকিরও একদিন মন্দির-মসজিদ্-এ ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ব্যবসাবৃত্তি, আর মৎলববাজ তথাকথিত গুরুদের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গেয়ে উঠেছিলেন—

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে-মস্‌জিদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই চল্‌তে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে।

এই সময়ে, আশামায়ি তাগাদা দিলেন—'এইবার আমরা যাত্রা শুরু করি চলো যোশিজী। সূর্য্য যে ক্রমেই পশ্চিমে ঢলছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না। জন্তু জানোয়ারে ভরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, সঙ্গে এইটুকু একটা কচি বাচ্চা।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তও মনে করিয়ে দিল—'হ্যাঁ, চলো, আমাকে ভগবান দেখাবে না?' স্মিতহাস্যে যোশিজী বললেন—'দেখাবো তো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি যাকে ভগবান বলে ভাবি, তাকে তোমার যদি ভগবান বলে স্বীকার করতে ইচ্ছা না হয়, তখন?'

'সে কি? ভগবান তো ভগবানই। তোমার ভগবান আর আমার ভগবান আলাদা হবে কেন?'

'হবেই তো! শুনলে না—তাঁর যে অনন্তরূপ, তিনি যে বহুরূপী! এখন, আমি যে রূপে ভগবানকে দেখ্‌তে পাই, সেরূপে যদি তুমি ভগবানকে দেখে তৃপ্ত না পাও, আনন্দ না পাও?'

'আচ্ছা, আগে দেখাও তো!' জয়ন্ত ক্রমেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌ছে।

'তবে চলো।' শঙ্খধর তাঁর মস্ত চওড়া শক্ত হাতের পাতায় ছেলেটার কোমল ছোট্ট আঙ্গুলগুলো তুলে নিয়ে নামতে থাকলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi